বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>200 >>19 Boisakh 1430 >>
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২০০ >><< ১৯শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে সুদানের যুদ্ধরত পক্ষগুলো

সুদান ঃ সুদান সংঘাতে লড়াইরত পক্ষগুলো আন্তর্জাতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করেছে।রবিবার তারা বলেছে যে, মধ্যরাতে শেষ হতে যাওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি আরো ৭২ ঘণ্টা বাড়ানো হবে। সুদানে ইতোমধ্যেই একটি যুদ্ধবিরতি চলছে তবে উভয় পক্ষই এই যুদ্ধবিরতি ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করছে। জনগণকে নিরাপদে সরে যেতে এবং দেশটিতে মানবিক সহায়তা পৌঁছার জন্য লড়াইরত দুই পক্ষই এই যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা করেছিলো তার পরও সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের জন্য উভয় পক্ষ একে অপরকে দায়ী করেছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর নির্বাহী পরিচালক সিন্ডি ম্যাককেইন সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ১৫ এপ্রিল টিমের তিন সদস্যের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর সংস্থার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করার যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো, জাতিসংঘের এই সংস্থাটি সে সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। গত ১৫ এপ্রিল সুদানের সামরিক বাহিনী এবং একটি আধাসামরিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ বুরহানের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী এবং জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালোর নেতৃত্বে আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের মধ্যে তীব্র লড়াইয়ের কারণে কয়েক হাজার মানুষ এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে কয়েকশ' মানুষ নিহত এবং কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছে। প্রধানত রাজধানী খার্তুমেই তীব্র লড়াই হয়েছে। সংঘাতের কারণে, খাদ্য এবং জলের মতো মৌলিক প্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 61112.44 +463.06
NIFTY : 18065.00 +149.95

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	20.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .17 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .14 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী)
57,700 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
60,380 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 81,300 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভারতকে বড় ভূমিকা রাখতে হবে ঃ রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

ঢাকা ঃ রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ থেকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারকে রাজি করাতে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। ২ মে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা বঙ্গভবনে দেখা করলে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। বৈঠক শেষে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদীন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেছেন, বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের দীর্ঘায়িত অবস্থান শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সমগ্র অঞ্চলের জন্য সমস্যা তৈরি করছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধ এবং ভারতে প্রশিক্ষণের সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার অভিজ্ঞতা স্মরণ করেন তিনি। সাহাবুদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় যার সঙ্গে ভৌগলিক নৈকট্য, ভাগ করা ইতিহাস এবং ত্যাগ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি উল্লেখ করেন যে ভারত এখন মূল ভূখণ্ড থেকে উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলোতে পণ্য পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম এবং মোংলার বন্দরগুলো স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বলেন, এটি আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে দুই দেশ তাদের জনগণের পারস্পরিক সুবিধার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে এবং এই অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে অবদান রাখবে। রাষ্ট্রপতি সাবাবুদ্দিন বলেন যে ২০২১ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী উভয়ের বাংলাদেশ সফর বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে দুই দেশের জনগণের বৃহত্তর সুবিধার জন্য উভয় দেশ অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন সহ তাদের মধ্যকার অমীমাংসিত সমস্যাগুলো সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করবে। বাণিজ্য ঘাটতি এবং বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার সমস্যাগুলো ভারসাম্যপূর্ণভাবে সমাধান করা হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক আগামী দিনে নতুন উচ্চতায় উন্নীত হবে এবং দুই দেশ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষীয় ফোরামে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। ভারতের হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে ভারত সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। গত ১৫ বছরে দুই দেশের মধ্যে সংযোগ বহুগুণ বেড়েছে। উভয় দেশের মানুষ এটি উপভোগ করছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জিরো টলারেন্স নীতির প্রশংসা করেন হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। বলেন, এর ফলে এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এসেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

তিহারকেই ঘরবাড়ি ভাবতে হবে অনুব্রতকে ঃ ইডি

নয়া দিল্লি ঃ সোমবার দিল্লির আদালতে অনুব্রতের উদ্দেশ্যে এমনই কথা বলেছে ইডি। অনুব্রত পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। সোমবার তার জেলের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তাই দিল্লির আদালতে এদিন পেশ করা হয়েছিল গরুপাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার পশ্চিমবঙ্গের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজনীতিক অনুব্রত মণ্ডলকে। আদালতের কাছে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যাওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন অনুব্রত। তার আবেদন, আসানসোলের জেলে ফিরে যেতে চান। আগামী ৪মে আদালত সে বিষয়ে রায় জানাতে পারে, তার আগে দিল্লির তিহার জেলেই থাকতে হবে তাকে।

এদিন আদালতে ইডির আইনজীবী অবশ্য অনুব্রতের আর্জির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। একসময় তিনি বলেন, আগামী তিন-চার বছর তিহার জেলকেই ঘরবাড়ি ভাবতে হবে অনুব্রতকে। আপাতত তারা তাকে পশ্চিমবঙ্গে ফেরত পাঠাবেন না। কারণ, একবার আসানসোল জেলে ফিরে গেলে সেখান থেকে ফের তাকে দিল্লিতে আনতে অন্তত ছয়মাস সময় লেগে যাবে। বস্তুত, দিল্লিতে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অনুব্রতকে। সম্প্রতি তার মেয়েকেও গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তাকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে তিহার জেলে। অনুব্রতের দেহরক্ষী সায়গলও তিহার জেলে আটক। জেলসূত্র জানিয়েছে, তিহারে পৌঁছে বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন তার মেয়ে সুকন্যা। সায়গলের সঙ্গেও তার কথা হয়েছে। এদিন আদালতে অনুব্রত বলেছেন, তার মেয়েকে গ্রেপ্তার করা অন্যায় হয়েছে। অন্যদিকে ইডির বক্তব্য, আসানসোলের জেলে অনুব্রতকে নিয়মবহির্ভূতভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্তও শুরু হয়েছে। সে কারণেই, তাকে আসানসোলে ফিরত পাঠাতে চায় না তারা। বস্তুত, দিল্লিতে তদন্তে সুবিধা হচ্ছে বলে আদালতকে জানিয়েছে ইডি। দিল্লির রোহিনী আদালতে হামলা চালানোর দায়ে ধৃত তিল্লু তাজপুরিয়া ওরফে সুনীল মান তিহারে থুন হয়েছেন। বিরোধী অপরাধী গ্যাংয়ের লোকেরা লোহার রড মেরে খুন করে বলে অভিযোগ। রোহিনী আদালতে ওই হামলায় ডন জিতেন্দ্র গোগি মারা গেছিলেন। তিল্লুকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

প্যারাগুয়ের নির্বাচনে দীর্ঘদিনের ক্ষমতাসীন কলোরাডো পার্টির সহজ বিজয়

অ্যাসুনসিওন: দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন কলোরাডো পার্টিকে আরো ৫ বছর ক্ষমতায় রাখতে, বিপুলভাবে ভোট দিয়েছেন প্যারাগুয়ের নাগরিকরা। তারা তাদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে সমর্থন করে এবং কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করে, আবারো কলোরাডো পার্টিকে ক্ষমতায় থাকার সুযোগ করে দিলো । ৪৪ বছর বয়সী সান্তিয়াগো পেনা একজন অর্থনীতিবিদ। রবিবারের নির্বাচরে প্রাথমিক গণনায় ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন তিনি।প্রায় সকল ভোট কেন্দ্র থেকে পাওয়া খবরে এই ফল দেখা গেছে। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, প্যাক্ট ফর নিউ প্যারাগুয়ে নামের একটি বৃহত্তর বিরোধী জোটের প্রার্থী এফ্রেন আলেগ্রে পেয়েছেন ২৭ শতাংশ ভোট। এই ফলের ব্যাবধান বিস্তর। এই বিরোধী জোট, সাত দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা কলোরাডোর শাসন অবসানের চেষ্টায় গঠিত হয়েছিলো। নির্বাচনে সব মিলিয়ে প্রার্থী ছিলেন ১৩ জন। প্যারাগুয়ের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো প্রর্থীর জয়ী হতে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হবে এমন বিধান নেই।তাই, যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পান তাকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৯ সালে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন করে প্যারাগুয়ে। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে পেনা আগামী ১৫ আগস্ট দেশটি গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের পর সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন। ফলাফল পাওয়া পর, পরাজয় স্বীকার করেন আলেগ্রে। তিনি একজন আইনজীবী এবং কংগ্রেসের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি লিবারেল পার্টির প্রধান। এবার নিয়ে তিনি তৃতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করলেন। তবে, এবার তিনি একটি মিশ্র রাজনৈতিক জোটের প্রতিনিধিত্ব করেন। পেনার নির্বাচনী প্রচারাভিযান বিঘ্নিত হয় অর্থ প্রবাহের (ক্রেডিট কার্ডসহ বিভিন্ন পদ্ধতি) ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কারণে।কথিত ঘুষ এবং হিজবুল্লাহর সাথে সম্পর্কের অভিযোগে ওয়াশিংটন এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। হিজবুল্লাহকে ওয়াশিংটন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করে।

উত্তর ক্রাইমিয়া সীমান্ত শক্তিশালী করতে 'বিশেষ প্রচেষ্টা' চালাচ্ছে রাশিয়া

ক্রাইমিয়া ঃ সোমবার সকালে ইউক্রেনের রাজধানীতে ১৮টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে রাশিয়া।ইউক্রেন বলেছে তারা এসব ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ১৫টিকে ভূপাতিত করেছে। এপি জানিয়েছে, কিয়েভ থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক প্রতিবেদনে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এছাড়া, রাশিয়া পূর্ব ইউক্রেনের শহর পাভলোহরাদকে লক্ষ্য করে রাতভর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এপি এক প্রতিবেদনে বলেছে, শহরটিকে লক্ষ্য করে ৭টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করা হয়।রয়টার্স জানিয়েছে, এ হামলায় ৫ শিশুসহ ৩৪ জন আহত হয়েছে। এক বছরের বেশি সময় আগে রুশ আক্রমণ শুরুর পর থেকে, ইউক্রেন জুড়ে রাশিয়ার হামলায় কমপক্ষে ৪৭৭ জন শিশু নিহত হয়েছে। আর, আহত হয়েছে প্রায় ১ হাজার শিশু।ইউক্রেনের প্রসিকিউটর জেনারেলের কার্যালয় রবিবার মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক প্রতিবেদনে একথা জানিয়েছে। বেশিরভাগ হতাহতের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে ডনেটস্ক এবং খারকিভ ওব্লাস্ট অঞ্চলে। সেখানে যথাক্রমে ৪৫২ জন এবং ২৭৫ জন শিশু নিহত বা আহত হয়েছে। গত মাসে ইউক্রেনের ন্যাশনাল পুলিশ জানিয়েছে যে প্রায় ৪০০ শিশু নিখোঁজ রয়েছে। ইউক্রেনের জাতীয় ডেটাবেজ, চিলড্রেন অফ ওয়ার বলেছে, রুশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে ১৯ হাজারের বেশি শিশুকে জোরপূর্বক রাশিয়ায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে এখন পর্যন্ত ইউক্রেন মাত্র ৩৬৪ জনকে উদ্ধার করতে পেরেছে। গত ১৭ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং মারিয়া লভোভা-বেলোভার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। মারিয়া, ইউক্রেনীয় শিশুদের জোরপূর্বক রাশিয়ায় স্থানান্তর কার্যক্রম ত্বাবধান করেন। এর আগে, ক্রেমলিন আইসিসির এই পদক্ষেপকে প্রতিশোধমূলক এবং অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করে।তবে, পরিবার এবং অভিভাবকের কাছে ফিরে আসা অনেক ইউক্রেনীয় শিশু ভিন্ন গল্প বলছে।

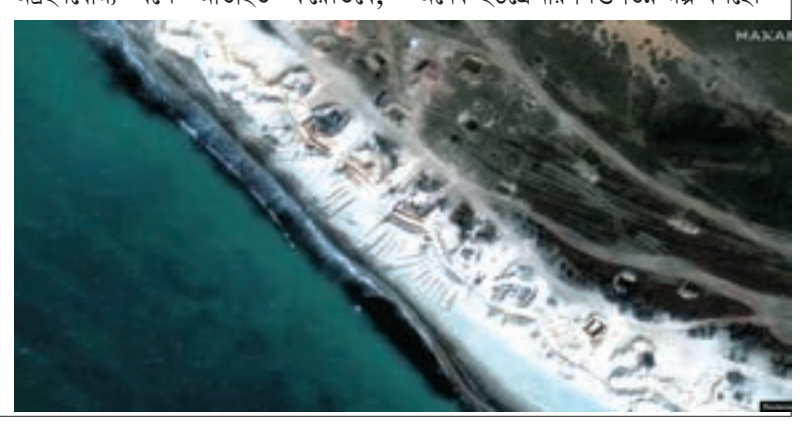

টুইটার উভয় পক্ষের বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়

পশ্চিমবঙ্গে আবার রাজনৈতিক সহিংসতা, খুন

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ বিজেপি বুথ সভাপতিকে খুনের অভিযোগ মেদিনীপুরে। কলকাতায় তৃণমূল-সিপিএম মারামারি, ভাঙচুর।

কয়েক সপ্তাহ ধরেই ছোটখাট গন্ডগোল হচ্ছিল পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায়। তৃণমূল ও বিজেপির এই দ্বন্দ্বের আবহে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক গ্রামবাসীর। মৃত বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়া (৬০) বাকচা পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপির বুথ সভাপতি ছিলেন।

বিজেপির অভিযোগ, বিজয়কৃষ্ণকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে। তাদের দাবি, সোমবার বিকেলে সপরিবার বেরিয়েছিলেন বিজেপির বুথ সভাপতি। তখন তাকে মারধর করে তুলে নিয়ে যায় তৃণমূলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা। গভীর রাতে বাড়ির কাছে পুকুরে বিজয়ের দেহ মেলে।

এর প্রতিবাদে রাতভর ময়না থানা ঘেরাও করে বিজেপি। আজ সকালে ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দার নেতৃত্বে পথ অবরোধ হয়। তার অভিযোগ, এখানকার সাবেক বিধায়ক সংগ্রাম দোলুই আছেন এই ঘটনার পিছনে। তার নেতৃত্বে তৃণমূলের মনোরঞ্জন হাজরা খুন করেছে আমাদের কর্মীকে।

সোমবার বিজয়ের মতো নিখোঁজ ছিলেন বিজেপির বুথ কর্মী সঞ্জয় তাঁতি। সকালে তার খোঁজ মেলে। অবরোধে সামিল সঞ্জয়ের বক্তব্য, বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় ১১ হাজার ভোট বেশি পেয়েছিল। এই সমর্থন কেড়ে নিতে নেতা-কর্মীদের আক্রমণ করছে তৃণমূল। আমার মাথায় রড মেরেছে।

এ সব অভিযোগে খারিজ করেছেন তৃণমূল নেতা সংগ্রাম দোলুই। শাসক দলের স্থানীয় নেতা মনোরঞ্জন হাজরার বক্তব্য, পারিবারিক বিবাদের জেরে এই ঘটনা। এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই। তৃণমূল মুখপাত্র, সাংসদ শান্তনু সেনের পাল্টা অভিযোগ, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে বিজেপি। কালিয়াগঞ্জের পুনরাবৃত্তি হয়েছে ময়নায়।

দুপুরে বিজেপির বিক্ষোভে যোগ দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বুধবার ১২ ঘন্টার ময়না বনধের ডাক দিয়েছেন। তার সঙ্গে জেলার বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ হবে। এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত দাবি করেছেন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এ ধরনের হিংসা, মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গ আগেও দেখেছে। সেই মেঘ কি ফের ঘনাচ্ছে? সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র ডয়চে ভেলেকে বলেন, তৃণমূল বিভিন্ন দুর্নীতি মামলায় অস্বস্তিতে আছে। তার উপর সাগরদিঘির হার তাদের চিন্তায় ফেলেছে। তাই গড় ধরে রাখতে তারা মরিয়া চেষ্টা করবে। তার জেরে হিংসা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শুধু গ্রাম নয়, শহর কলকাতা কি রাজনৈতিক হিংসা থেকে মুক্ত? কলকাতার উত্তর শহরতলি কাশীপুরে কার্যালয় দখল ঘিরে সোমবার গন্ডগোলে জড়াল তৃণমূল ও সিপিএম।

সিঁথি থানা এলাকার সেভেন ট্যাংকস লেনে তৃণমূলের একটি কার্যালয় রয়েছে। সোমবার মে দিবস উপলক্ষে বামেদের একটি মিছিল সেই এলাকায় আসে। সিপিএম কর্মীরা তৃণমূলের পতাকা খুলে ফেলেন। লাল পতাকা ও দলীয় সাইনবোর্ড লাগানো হয়। কার্যালয়ের তালা খুলে নতুন তালা লাগিয়ে দেন বাম কর্মীরা।

খবর পেয়ে ছুটে আসেন তৃণমূল কর্মীরা। উভয় পক্ষের বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। কয়েকজন এই ঘটনায় আহত হন। বামেদের পতাকা, সাইনবোর্ড খুলে ফের দলীয় নিশান লাগিয়ে দেন শাসক দলের কর্মীরা।

বাম নেতৃত্বের বক্তব্য, এটা তাদের কার্যালয় ছিল। ২০১৬ সালে দখল নেয় তৃণমূল। পুলিশকে জানিয়ে লাভ হয়নি। তৃণমূলের পাল্টা দাবি, এটা ছিল একটি পরিত্যক্ত জায়গা। সেখানে তারা পার্টি অফিস খুলেছে। সিপিএম কেন তার দখল নেবে?

আদতে যে কার্যালয় নিয়ে বিবাদ, তা রয়েছে পুরসভার জমিতে। সরকারি জমিতে দলের অফিস খোলা কি বেআইনি নয়? এই প্রশ্নের সদুত্তর নেই যুযুধান শিবিরে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মইদুল ইসলাম মনে করছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে দৌড়ে থাকবে এই দুই শিবিরই। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত ভোটে লড়াই হবে দুটো পুরনো দলের। তৃণমূল ও সিপিএমের। বিজেপি এখানে নতুন দল।

তিনদিন ধরে নিখোঁজ মালদা শহরের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর নাবালক

মালদা ঃতিনদিন ধরে নিখোঁজ মালদা শহরের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর নাবালক ছাত্র। বাবার সঙ্গে স্কুলে গিয়ে তারপর থেকে রহস্যজনকভাবেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে মালদা শহরের ইংরেজবাজার ব্লকের গোপালপুর এলাকার ওই ছাত্র সত্যজিৎ ঘোষ (১৪)। পরিবারের সন্দেহ তাদের ছেলেকে অপহরণ অথবা ছেলেধরার খপ্পরে পড়ে থাকতে পারে। গত সোমবারের এই ঘটনার পর রাতেই ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ করেন নিখোঁজ ছাত্রের বাবা কার্তিক ঘোষ । কিন্তু এখনো পর্যন্ত অষ্টম শ্রেণীর ওই নাবালক ছাত্রের কোন হদিস দিতে পারেনি সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। ফলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। ছাত্রের বাড়িতে চলছে অরন্ধন । পাড়া প্রতিবেশীরা বাড়িতে এসে নিখোঁজ ছাত্রের বাবা , মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কিন্তু ছেলের শোক কিছুতেই ভুলে ভুলতে পারছেন না অসহায় ওই দম্পতি। ছেলের ছবির বুকে আগলে রেখে সবাইকে দেখিয়ে সন্ধান চাইছেন। পাশাপাশি নিখোঁজ ছাত্রের অভিভাবক বলেছেন পুলিশের ভূমিকা যদি এরকম উদাসীন থাকে, তাহলে পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করবেন তাঁরা।

এদিকে নিখোঁজ ওই ছাত্রের এক কাকিমা কৃষ্ণা ঘোষ জানিয়েছেন, সোমবার বাবার মোটরসাইকেল করেই ভাইপো সত্যজিৎ ঘোষ শহরের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে গিয়েছিল। স্কুলের গেটের বাইরেই তার ভাসুর কার্তিক ঘোষ ছেলেকে নামিয়ে চলে যায় । বিকেল গড়িয়ে গেলে ছেলে বাড়িতে ফিরে না আসায় দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে ঘোষ পরিবারে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে অনেকক্ষণ আগেই স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। নানান দিক খোঁজাখুঁজির পর সত্যজিতের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। স্কুল পোশাক পরেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে ওই ছাত্র। এরপর ওইদিন রাতেই ইংরেজবাজার থানায় ছাত্রের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা এবং তার সাথে অপহরণের সম্ভাবনার আশঙ্কা করেও পরিবারের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

নিখোঁজ ছাত্রের বাবা পেশায় ব্যবসায়ী কার্তিক ঘোষ। তিনি বলেন, ছেলে স্কুল আর বাড়ি ছাড়া তেমন তো কোথাও যেত না। প্রতিদিনের মতো গত সোমবারও ছেলেকে স্কুলের মেন গেটের সামনে নামিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরে ও নাকি স্কুলেই ঢোকে নি এমনটা জানতে পেরেছি। তাহলে কি আমার ছেলে ছেলেধরার খপ্পড়ে পড়ল, না ওকে কেউ অপহরণ করলো কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশের অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু পুলিশ এখনো পর্যন্ত কোন হাদিস দিতে পারে নি। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশ সুপারের দারস্থ হওয়ার কথাই ভাবছি । ছেলেকে কি করে খুঁজে পাবো কিছুই বুঝতে পারছি না। তাই এখন নিখোঁজ ছাত্রীদের অভিভাবকেরা হাতে ছবি নিয়েই পাড়ায় পাড়ায় ছেলের সন্তানের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, নিখোঁজ ওই ছাত্রের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই ওই ছাত্রটিকে উদ্ধার করা যাবে।

অপসারিত বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার

বীরভূম ঃনিজস্ব প্রতিনিধি - বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের বদলির নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন । মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের বদলির পর বীরভূমে নতুন পুলিশ সুপার হিসেবে রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দায়িত্ব সামলাবেন বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে । বীরভূম জেলা শুরু হয়েছে জল্পনা ।

বীরভূমে বিজেপির মোমবাতি মিছিল

বীরভূম - ভোট পরবর্তী হিংসার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিউড়ি শহরে মৌন মোমবাতি মিছিল করে বিজেপি । শহর সভাপতি সুনয়ন ভান্ডারী বলেন, শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে । আমরা চাই সন্ত্রাস মুক্ত রাজনীতি এবং সুষ্ঠু গনতন্ত্র । শহর নগর কার্যালয় থেকে বেরিয়ে বজরংবলী মন্দিরে প্রার্থনা করলাম ।

রড কারখানা খোলার দাবিতে স্মারকলিপি

বীরভূম ঃনিজস্ব প্রতিনিধি - বীরভূম জেলার সিউড়ি একনং ব্লকের জীবধারপুর মিকি মেটালাস নামে রড তৈরির একটি কারখানা ষোলো ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে সাসপেন্স অফ ওয়ার্ক নোটিশ ঝুলিয়ে দেয় । বন্ধ হয়ে যায় কারখানা কাজ হারায় বহু শ্রমিক । কারখানা খোলার দাবিতে মঙ্গলবার জেলা সহকারী শ্রম আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দিলো মিকি মেটালাস বাঁচাও কমিটি। হারাধন অঙ্কুর বলে, কারখানায় বেতন পেতাম প্রতিদিন দুইশো চুরাশি টাকা কিন্তু এখন রাজমিস্ত্রির হেল্পার কাজ করে দুইশো ষাট টাকা পাই । জাতিরাম সাই বলে, কারখানা বন্ধ হওয়ার পর টোটো চালাচ্ছি কিন্তু এখন প্রচুর টোটো রাস্তায় থাকায় সমস্যা হচ্ছে । শেখ আমিরুল বলে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাঁচশো পরিবার কারখানার সঙ্গে যুক্ত । গত একবছরে চার পাঁচজন শ্রমিক মারা গিয়েছে । আমরা চাই কারখানা আবার পুনরায় খুলুক শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটুক ।

ট্রাকের ধাক্কায় ৫ বছরের স্কুল ছাত্রী সহ মৃত্যু হল মায়ের

শিলিগুড়ি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনগামী রাস্তায় রেল হাসপাতালের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রীর। ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই স্কুল ছাত্রীর মাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে মৃত ও আহতের নাম পরিচয় কিছু জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে তদন্তে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে এদিন দুপুরের সাইকেলে করে নিউ জলপাইগুড়ি দিকে যাচ্ছিল। ওই স্কুল ছাত্রী ও তার মা। সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটি ট্রাক এসে তাদেরকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই পাঁচ বছর বয়সী ছাত্রীর। পাশাপাশি ঘটনায় অবস্থায় ওই স্কুল ছাত্রীর মাকে উদ্ধার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা সালে পৌঁছয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চা বাগানের জমিকে খালি জমিতে রূপান্তরের বিরুদ্ধে শ্রমিক পরিবারগুলো আন্দোলন শুরু করে

শিলিগুড়ি ঃ চা বাগানের জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভুমি হারা হওয়ার আশঙ্কায় বারো লক্ষ আদিবাসী সহ অন্যান্য শ্রমিক পরিবার। রাজ্য সরকারের তৈরী জমি লুটের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চা বলয়ে। চা বাগান সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের লিজহোল্ড জমিকে ফ্রী হোল্ড করে উর্ধসিমা তুলে অন্যান্য ব্যাবসায় রূপান্তর এবং ব্যাবহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভুমি সংস্কার আইনে যে সংশোধন তার ফলে কার্যত ভুমি হারা হতে হবে কয়েকশো বছর ধরে বংশানুক্রমে চা বাগানে বসবাসকারি আদিবাসী শ্রমিকদের। বৃহস্পতিবার জয়েন্ট ফোরামের পক্ষ থেকে মাটিগাড়া ব্লকের ভূমি ও ভুমি রাজস্ব দপ্তরে জমায়েত হয়ে আন্দোলনকারীরা দ্রুত চা বাগানবাসীদের জমির অধিকার দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া সহ রাজ্য সরকারের জমি লুটের আইন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পরে। সিপিআইএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে এই চা বাগান শ্রমিকেরা নিজেদের শ্রম দিয়ে একটি শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আজ রাজ্য সরকার সেই চা বাগানের জমি থেকে তাদের বঞ্চিত করে কর্পোরেট জগতের হাতে জমি লুট করার লাইসেন্স দিয়ে দেবার অনুকূল আইন পাশ করেছে।

পুলিশের গুলিতে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ,ঘটনায় ফের চাঞ্চল্য কালিয়াগঞ্জে

উত্তর দিনাজপুর ঃ নাবালিকা মৃত্যুর ঘটনায় কালিয়াগঞ্জ থানা জ্বালানো কাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে গিয়ে গুলি চালানোর অভিযোগ এবার পুলিশের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে গুলিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের রাধিকাপুর অঞ্চলে। মৃত ওই যুবকের নাম মৃত্যুঞ্জয় বর্মন (৩৩), বাড়ি রাধিকাপুর অঞ্চলের চাঁদগাও এলাকায়।এই ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে রাধিকাপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিষ্ণু বর্মনের বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। সে সময় তিনি বাড়িতে না থাকায় তাঁর বৃদ্ধ বাবাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে পুলিশ।এতে গ্রামবাসীরা পুলিশের পথ আটকায়। অভিযোগ, বেগতিক বুঝে দুই রাউন্ড গুলি চালায় পুলিশ। শরীরে গুলি লাগায় গুরুতর জখম হন মৃত্যুঞ্জয়। পরবর্তীতে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে মৃত ঘোষণা করে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা।

শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক যুবতীর পঁচাগলা মৃতদেহ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর এলাকার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক যুবতীর পঁচাগলা মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওই যুবতীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে ওই যুবতীর নাম পোড়িয়া বিশ্বাস। এই বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। বেশ কয়েকদিন থেকে তাকে পাড়ায় দেখা যায় নি। এদিন তার দুই আত্মীয় বাড়িতে এলে দেখেন বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তারপর পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ

কয়েক ঘণ্টাতেই ভোলবদল! এসজেডিএর চেয়ারম্যান পদে সৌরভকেই ফেরাল সরকার

শিলিগুড়ি ঃ কয়েক ঘণ্টাতেই অবস্থান বদল করল সরকার। সকালেই জানানো হয়েছিল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসজেডিএ)র চেয়ারম্যান হচ্ছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি নিজেও সে কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় গৌতম দেবকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা দেওয়াও শুরু হয়ে যায়। তবে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই অবস্থান বদল করে সরকার। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়, গৌতম দেব নয়, সৌরভ চক্রবর্তীই চেয়ারম্যান পদে থাকছেন। হঠাৎ কেন সৌরভ চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়া হল, আবার কেনই বা কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে পদে ফিরয়ে আনা হল, তা স্পষ্ট নয়।

বনধের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে

উত্তর দিনাজপুর ঃউত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে পুলিশের গুলিতে এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে আজ ১২ ঘন্টা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। তার প্রভাব সকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেল উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে। সকাল থেকে একদিকে যেমন রাস্তায় কোন বেসরকারি বাস কে রাস্তায় চলতে দেখা যায়নি।তেমনই জেলায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দোকানঘাট ও বাজার ঘাট বন্ধ থাকে। তবে রাস্তায় বেসরকারি বাস না চললেও সরকারি কয়েকটি বাস চলাচল করতে দেখা গিয়েছে।সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় শহরের অন্যান্য দিনের মতো ভিড় লক্ষ্য করা গেলনা। হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়। তবে রাস্তায় ছিল সরকারি বাস। তবে এই ধর্মঘটকে ঘিরে যে কোন রকমের অপীতিকর ঘটনা রুখতে বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বিজেপির ডাকা উত্তরবঙ্গ ১২ ঘন্টা বন্ধ, বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের গেট বন্ধ। সরকারি বাস চলাচল স্বাভাবিক

জলপাইগুড়ি ঃ বিজেপির ডাকা উত্তরবঙ্গ ১২ ঘন্টা বন্ধ। জলপাইগুড়ি নেতাজি পাড়া বাস স্ট্যান্ড এলাকায় বন্ধকে ঘিরে করা বিশাল পুলিশি ব্যবস্থা। চলছে রেফ ও পুলিশের টহলদারি। বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের গেট বন্ধ। সরকারি বাস চলাচল স্বাভাবিক।বন সমর্থকদের এখনো পর্যন্ত দেখা মেলেনি এই এলাকায়।তবে এ সময় যেসব দোকানপাট খুলে যায় সেগুলোও বন্ধ রয়েছে এলাকায়। তবে সরকারি বাসের চালকরা হেলমেট পরেই এদিন বাস চালাচ্ছেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে জেলা বিজেপি সভাপতি বাপি গোস্বামী সহ বিজেপি নেতাকর্মীদের রাস্তায়। জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা মোড়ে সরকারি বাস আটকে স্লোগান শাউটিং এ বনধ সমর্থকেরা। রাস্তায় বের হওয়া ছোট চারচাকা গাড়ি, টোটো সব ফিরিয়ে দিচ্ছে মন চমৎকারকারীরা। তবে বনধকে উপেক্ষা করেই সকালে সরকারি স্কুলে ছাত্রদের প্রবেশ করতে লক্ষ্য করা গেছে।

মেঘালয় থেকে আগত কৃষকদের হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষ শেখানোর ব্যবস্থা

শিলিগুড়ি ঃ মেঘালয় থেকে আগত কৃষকদের হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষ শেখানোর ব্যবস্থা করল শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম ডিপার্টমেন্ট। বিগত দিনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কো ফাম ডিপার্টমেন্ট হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। বিশেষত যে সমস্ত এলাকায় জলের স্তর কম সেই এলাকায় এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা অত্যন্ত লাভদায়ক। তাই মেঘালয়ের গভর্নমেন্ট থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় মেঘালয়ের কিছু কৃষকদের এনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনদিন ধরে এই কর্মশালা চলবে। থিওরি ক্লাস এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের মাধ্যমে চাষীরা হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে কিভাবে চাষাবাদ করতে হয় তা শিখে নিজেদের এলাকায় চাষাবাদ করবে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইড্রোপনিক চাষের উপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলিগুড়ি কাম কৃষি বিভাগ মেঘালয় থেকে আগত কৃষকদের হাইড্রোপনিক চাষ শেখানোর ব্যবস্থা করেছে। সাম্প্রতিক অতীতে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কো ফার্ম বিভাগ হাইড্রোপনিক চাষে দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করেছে। চাষের এই পদ্ধতিটি এমন এলাকায় বিশেষভাবে উপকারী যেখানে পানির স্তর কম। তাই মেঘালয় সরকারের পক্ষ থেকে মেঘালয় থেকে কিছু কৃষককে প্রশিক্ষণের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিন দিন ধরে চলবে এই প্রশিক্ষণ।

পঞ্চায়েতে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করুন যারা আপনার অধিকারের জন্য লড়াই করবে অভিষেক ব্যানার্জি

আলিপুরদুয়ার ঃ আগামী দিনে পঞ্চায়েত যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন করুন যে অধিকার আদায়ের জন্য লড়বে । যে দীল্লি বাবুদের কাছে মাথা নত করবে না আলিপুরদুয়ার বারবিশা জনসভা থেকে কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বৃহস্পতিবার এই বার্তা দিলেন অভিষেক ব্যানার্জি। কোচবিহার সফর শেষ করে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে শুরু হয় জনসংযোগ যাত্রা। এদিন প্রথমে আলিপুরদুয়ার কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা এসে পৌছায় অভিষেক ব্যানার্জি। বারবিশা বিবেকানন্দ ময়দানে জনসভায় যোগদেন অভিষেক। এদিন অভিষেক জানান কেন্দ্র বাংলার মানুষের একশ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে । বাংলা থেকে হেরে গিয়েছে তাই বাংলার মানুষ থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছে। এদিন তিনি জানান আগামীতে এক কোটি চিঠি নিয়ে দীল্লিতে যাবো অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্ণায় বসবো কিন্ত বাংলার মানুষের একশ দিনের কাজের টাকা আদায় করে আসবো। এদিন তিনি জানান তৃণমূলে যারা খারাপ কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । পঞ্চায়েতে আগামী দিনে যোগ্য প্রার্থীকে বসানোর জন্য তিনি এদিন আহ্বান জানান ।

চা বাগানের শ্রমিকদের জমি পাট্টা প্রদানের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করল জয়েন্ট ফোরাম

আলিপুরদুয়ার ঃ চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা প্রদানের দাবিতে বৃহস্পতিবার কালচিনি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের দফতরে ডেপুটেশন প্রদান করল জয়েন্ট ফোরাম। বৃহস্পতিবার কালচিনি থেকে মিছিল করে জয়েন্ট ফোরামের সদস্যরা কালচিনি ভুমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক দফতরে পৌছায় এবং সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও ডেপুটেশন প্রদান করে। জয়েন্ট ফোরামের নেতৃত্বরা জানান । চা বাগানের শ্রমিকদের সঠিক জমির পাট্টা প্রদানের দাবিতে আমাদের এই কর্মসূচি।

সীমান্তের নানা সমস্যা নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান সীমান্তের বাসিন্দাদের

কোচবিহার ঃ সীমান্তের নানা সমস্যা নিয়ে কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করলো ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বাসিন্দারা। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে একটি কমিটি তৈরি করে সেই কমিটির পক্ষ থেকে আজ কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রতি নিয়ত তাদের অত্যাচারের শিকার হচ্ছে তারা। নিজেদের পছন্দের চাষ করতে পারছেন না তারা। পাট, ভুট্টা চাষ করতে দিচ্ছেনা বিএসএফ। বিনা কারণে রাস্তা থেকে এলাকার বাসিন্দা দের তুলে নিয়ে যাচ্ছে বিএসএফ।

কালিয়াগঞ্জে রাজবংশী যুবককে গুলি করে হত্যা করার প্রতিবাদে তুফানগঞ্জে জাতীয় সড়ক অবরোধ বিজেপির

কোচবিহার ঃ কালিয়াগঞ্জ এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক রাজবংশী যুবক মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায়ের নেতৃত্বে অসম -বাংলা যোগাযোগকারী তুফানগঞ্জ থানামোড় সংলগ্ন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। অবরোধের ফলে যানজটের সৃষ্টি হয় জাতীয় সড়কে। এদিন বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায় জানান, কালিয়াগঞ্জ এর রাজবংশী নাবালিকাকে গণধর্ষণ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ চলছে। তার উপরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে এক রাজবংশী যুবক মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আজ সারা রাজ্য জুড়ে বিজেপির বিক্ষোভ অবরোধ চলছে।

এবছর শিলিগুড়ির আর্য সমিতির হিরক জয়ন্তী বর্ষ

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ির আর্য সমিতির এবছর হিরক জয়ন্তী বর্ষ(৭৫)।এই বৎসরকে স্বরণীয় করে রাখতে সারা বছর নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন আর্য সমিতির কমিটি।এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে উৎসবের সূচনা হয়েছিল।হিরকজয়ন্তী উত্যাপনের অঙ্গ হিসাবে ২৯,৩০ এবং ১লা মে শিলিগুড়ি কুইজ ক্লাবের সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বড়ো মাপের কুইজ এর আসর বসতে চলেছে আর্য সমিতির হল ঘরে।আজ দেশবন্ধু পাড়ার আর্য সমিতির হল ঘরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক গৌতম দেব ,শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ৪ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা ২৭ নম্বর ওর্য়াড কাউন্সিলর প্রশান্ত চক্রবর্তী আর্য সমিতির সম্পাদক রানা দে সরকার আর্য সমিতির হিরকজয়ন্তী উত্যাপনে বিস্তারিত তুলে ধরেন।এই সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতমবাবু জানান উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ভাগ নেবেন এই কুইজ প্রতিযোগিতায়।বিভিন্ন বিভাগে নানান বিষয়ের মধ্যে নিত্য নুতন সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনার ওপর প্রশ্ন তুলে ধরবেন বিশেষজ্ঞ কুইজ মাষ্টার।এছাড়াও আগামীতে আর্য সমিতির হিরক জয়ন্তী উপলক্ষে উৎসব সারা বছর ধরে চলতে থাকবে।আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুই কুইজ মাষ্টার অনুপ বিশ্বাস ও কর্ণজীৎ সেনশর্মা।

পরিবারের ও ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফি সহ মৃত্যুঞ্জয় বর্মণের মৃতদেহের পোস্টমর্টম হলো

উত্তর দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের পুলিশ মর্গে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের কাজ শুরু । এদিন বিকাল ৩ টা নাগাদ মৃতের পরিবারের লোকেরা এসে ময়নাতদন্তের কাগজে সই করে। এরপর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্তিতিতে, পরিবারের লোকেদের সামনে ভিডিও গ্রাফি সহকারে মেডিকেলে ময়নাতদন্তের কাজ শুরু।

অবৈধ মদ বিক্রির অভিযোগে রেস্টুরেন্টে মহিলাদের বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি ঃ ফ্যামেলি রেষ্টুরেন্টের আড়ালে অবৈধ ভাবে মদ বিক্রির অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মহিলারা। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, খাগড়াবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি রেষ্টুরেন্ট খোলার কাজ চলছে। ফ্যামেলি রেষ্টুরেন্ট চালানোর নাম করে অবৈধ মদের ব্যবসা চালাচ্ছেন হোটেল কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ। যার জেরে এলাকার যুব সমাজ নষ্ট হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন এলাকার মহিলারা। সেই কারণে একাধিকবার হোটেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল বিষয়টি। তাতেও কর্ণপাত করেননি তারা। তাই তারা গত কয়েক মাস আগে হোটেলের সামনে পোস্টার টাঙিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাতেও অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় বৃহস্পতিবার ফের এলাকার মহিলারা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। হোটেলে ঢুকে দেশী মদের বোতল উদ্ধার করেন মহিলারা। সেই মদ ফেলে দিয়ে নষ্ট করে হোটেলে তালা লাগিয়ে দেন এদিন।স্থানীয় মহিলা মালতি রায় বলেন, মদের ব্যবসা চালানোয় আমাদের যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আবার বিক্ষোভ দেখিয়ে তালা বন্ধ করে দিলাম। এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা মঞ্জু অধিকারী বলেন, এই বিষয়ে আমার কাছে একাধিকবার অভিযোগ এসেছিল। কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না। আজকে হোটেলে এসে সমস্ত কিছু নিজের চোখেই দেখলাম। প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। যদিও এই বিষয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ বেশ কিছু মদ বাজেয়াপ্ত করেন।

ব্যবসায়ীকে মারধর করে ছিনতাই, আক্রান্ত হয়েছেন আরো এক ব্যক্তি

মালদাঃ-এক ব্যবসায়ীকে মারধর করে ছিনতাই। ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরো এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটে ইংলিশ বাজার থানার দূর্গা মোড় এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালেই মর্মে ইংলিশ বাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। জানা গেছে আক্রান্তরা হল ব্যবসায়ী নাম লাল মোহাম্মদ এবং মাসিদুর রহমান। জানা যায় একটি মোটর বাইকের তারা দুইজন চেপে গাজোল থেকে বাড়ি ফিরছিল। ঠিক সেই সময়ই দূর্গা মোর এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী মুখে কাপড় বেঁধে তাদের পথ আটকায়। এরপর তাদের দুইজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাদের কাছে থাকা নগদ টাকা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। পরে তাদের উদ্ধার করে রাতেই চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার সকালে এই মর্মে আক্রান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে ইংলিশ বাজার থানা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

झारखण्ड के इतिहास में पहली बार शिक्षा क्रांति में जुड़ा नया आयाम

80 उत्कृष्ट विद्यालय का हुआ शुभारंभ

प्रवेश प्रारंभ

325 प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालय | 4,091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय

- अत्याधुनिक आधारभूत संरचना
- डिजिटल स्मार्ट क्लास
- CBSE मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम स्कूल
- सूचना प्रौद्योगिकी का मजबूत ढांचा
- विज्ञान एवं भाषा लैब्स
- राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

সারদা মা পৃথিবীর সব থেকে আধুনিক নারী

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী ,আল্হাদিনী শক্তি,মা মহামায়ার অবতার মা সারদা দেবী পৃথিবীর সবথেকে আধুনিক নারী।আমার কথা শুনে অনেকেই চমকে উঠবেন ,আর বলবেন, আরে যে সারদা মা একজন গ্রামের মেয়ে ছিলেন,লেখাপড়া তেমন কিছু জানতেন না,কোনো ডিগ্রী ছিলো না,সারাজীবন শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকতেন,শাখা,সিঁদুর ও আলতা পরতেন,জামাপেন্ট,নাইটি, গেঞ্জি পরেন নি, মদ খান নি,পর পুরুষের সাথে নাচানাচি করেন নি গর্ভে সন্তান ধারণ করেন নি, তিনি কি করে আধুনিক নারী হলেন।আধুনিকতা মানে নগ্নতা, অশ্লীলতা,চরিত্র হীনতা নয়,শরীর থেকে কাঁপড় খুলে দেওয়া নয়, আধুনিকতা মানে সকল প্রকারের সংকীর্ণতার উর্ধে যাওয়া।আধুনিকতা মানে জাতপাত,ছুঁয়াছুত গোঁড়ামি,অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হওয়া।আধুনিকতা মানে সবাই কে ভালোবাসা ও সবাইকে আপন করা যা আমরা সারদা মায়ের জীবনে দেখতে পাই।তিনি একজন ব্রাহ্মণ বিবাহিতা নারী ছিলেন কিন্তু তার মধ্যে কোনো জাতের বিচার ছিলো না।তিনি মুসলমান ডাকাত আমজাদের এঁঠো পরিস্কার করেছেন, পতিতাদের হাতে ঠাকুরের খাবার তুলেছেন, চোর, গুন্ডা বদমাইশ,মাতাল,চরিত্র হীন সকল মানুষ কে কৃপা করেছেন,সবার মা হয়েছেন, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন।এ গুলো কি আধুনিকতার পরিচয় নয়।তিনি বেশি লেখাপড়া করেন নি কিন্তু সকল মেয়েদের লেখাপড়া করতে প্রেরণা দিতেন,স্কুলে পাঠাতেন।কোনো পুরুষ মানুষ যদি অকারণে কোনো নারীর উপর হাত দিতেন ও অত্যাচার করতেন সারদা মা তার বিরোধিতা করতেন।এমন কি কোনো কোনো অত্যাচারী পুরুষ কে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি তার দেবী রূপ ও ধারণ করতেন।তিনি বিদেশিনী মেয়ে নিবেদিতা কে আদর করে খাইয়েছেন যে সময় ভীষণ ভাবে জাতি ভেদ প্রথা ছিলো।তিনি পূজা পাঠের ব্যাপারে বলতেন শরীর কে কষ্ট দিয়ে উপোষ করে পুজো করবে না।খেয়ে দিয়ে পেটের জ্বালা জুড়িয়ে ঠাকুরের পুজো করবে ও জপ ধ্যান করবে এতে কোনো দোষ নেই।মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত।খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ও মায়ের কোনো কঠোর নিয়ম ছিলো না।তিনি ছেলেদের মাছ মাংস খেতে বাধা দিতেন না,যার যা রুচি সে সেইভাবে খাওয়া দাওয়া করবে এই ছিলো মায়ের শিক্ষা।সারদা মা তার মন টিকে আধুনিক করতে গিয়ে নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, পরম্পরা,নারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব কে বিসর্জন দেন নি,তিনি নারীর যে চারটি রূপ আছে যথা, কন্যা,ভগিনী,পত্নী ও জননী তা কেমন হওয়া উচিত তা আচরণের দ্বারা সমাজ কে দেখিয়ে দিয়ে গেছেনএমন যার মন,এমন যার আচরণ, এমন যার কথা, এমন যার জীবন তার থেকে বড় আধুনিক নারী আর কে হতে পারে।তাই ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, মা সারদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আধুনিক নারী,তিনি নারী জাতির আদর্শ ও প্রেরণা,মা সারদা ভারতীয় নারীর শেষ কথা।স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মা,তোমার কৃপাতে হাজার হাজার নরেন ও বিবেকানন্দ তৈরি হবে কিন্তু তোমার মতো মা এই পৃথিবীতে একজনই, দ্বিতীয় হবে না।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব মায়ের সমন্ধে বলেছেন,,ও সারদা সরস্বতী,জ্ঞান দায়িনি, ও জ্ঞান দিতে এসেছে,ও মহা বুদ্ধিমতী।ও কি যে সে ও আমার শক্তি। তাই বর্তমান আধুনিক নারী সমাজের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা প্রথমে আধুনিকতার অর্থকে জানার চেষ্টা করুন তারপর সারদা মাকে অনুসরন করে মায়ের মতো আধুনিক নারী হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে পরিবার,সমাজ ও দেশের সবার মঙ্গল হবে।

জানা অজানা

অবশেষে ট্রিগার টেনে নিল প্রকৃতি !

দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী কেপটাউনকে বিশ্বের প্রথম খরা শহর ঘোষণা করা হয়েছে! তার সরকার ১৪ এপ্রিল, ২০২৩ এর পরে জল সরবরাহ করতে অক্ষমতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিশ্বের করুণ যাত্রা শুরু হয়েছে! এমন সময় আমাদেরও আসতে পারে! জল কম ব্যবহার করুন। জলের অপচয় বন্ধ করুন। মনে রাখবেন আমরাও লাতুরে ট্রেনে করে জল পাঠিয়েছিলাম!

ভুলে যাবেন না যে পৃথিবীর জলের মাত্র ২.৭ পানযোগ্য!

আপনার এলাকার মানুষদের একথা জানান!

আশেপাশের সব বাঁধে জলস্তর নেমে গেছে এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তরও নেমে গেছে। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আপনি সহজেই এই আন্দোলনকে সফল করতে পারেন।

১) প্রতিদিনের গাড়ি ধোয়া এড়িয়ে চলুন

২) উঠোন জল দিয়ে প্লাবিত করে ধোয়া সীমিত করুন ।

৩) একটানা জলের কল চালানো বন্ধ করুন ।

৪) বিভিন্ন উপায়ে জল সংরক্ষণ করুন ।

৫) বাড়ীতে জল সরবরাহের নলের লিকেজ মেরামত করুন ।

৬) এলাকায় পৌর জল সরবরাহে নলের লিকেজ বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন ।

৭) গাছ লাগান! পরিবেশ রক্ষা করুন

৮) গাছপালায় ঝারি ব্যবহার করে জলদান করুন । আসুন আমরা একসাথে এই ভয়াবহ সংকট মোকাবেলা করি!

জল সংরক্ষণের মহান বার্তা প্রচারে আপনার কর্তব্য করুন ! আমাদের কারণেই তৃষ্ণার্তদের তৃষ্ণা নিবারণ হবে, আগামী প্রজন্ম জলহীনতা থেকে রক্ষা পাবে ।

গাছ লাগান! পরিবেশ বাঁচান!

আসুন পরিবেশ রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন এখন থেকেই নতুন উদ্যমে শুরু হোক ।

আর দেরী নয় ...

তিনদিনে দ্বিতীয়বার ইউক্রেন জুড়ে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ইউক্রেনের ওপর সর্বশেষ রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রধান টার্গেট ছিল মধ্যাঞ্চলীয় শহর দেনিপ্রোর কাছের ছোট একটি শহর পাভলোরার্ড। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে পাভলোরার্ডের কিছু গুদামের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গুদামে কী ছিল তা পরিস্কার নয়। ভোররাতের দিকে গুদামটিতে ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়ার পর বড়ধরনের অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়। আশাপাশের কয়েক ডজন বাড়ি ধ্বংস হয়। আহত হয় ৩৪ জন।

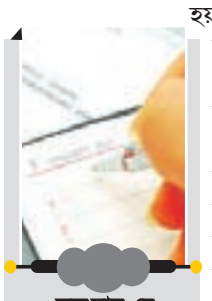

সুকুমার দে
প্রাবন্ধিক

ঐ হামলার কয়েক ঘণ্টা পরই রাজধানী কিয়েভসহ ইউক্রেন জুড়ে এয়ার রেইড সাইরেন বেজে ওঠে।

ইউক্রেনের সেনাবাহিনী বলেছে তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় রাশিয়ার ছোড়া ১৮টি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের ১৫টি আকাশে থাকতেই গুলি করে ধ্বংস করে দিয়েছে। তবে রণাঙ্গন থেকে ৭০ মাইল দূরে পাভরোহার্ড শহরের দিকে টার্গেট করে ছোঁড়া রুশ ক্ষেপণাস্ত্র আকাশে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হচ্ছে।

সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা গেছে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করার পর বিশাল এলাকা জুড়ে আগুন জ্বলছে।

ইউক্রেনের স্থানীয় সামরিক প্রশাসন এই হামলাকে ট্র্যাজিক একটি রাত এবং সকাল বলে বর্ণনা করে জানিয়েছে শহরের এক শিল্পাঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করেছে।

তাদের দেয়া হিসাবে শহরের মোট ১৯টি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, ২৫টি বাড়ি, ছটি স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেন এবং পাঁচটি দোকান বিধ্বস্ত হয়েছে।

রুশ অধিকৃত একটি এলাকার মস্কোর নিয়োগ করা একজন কর্মকর্তা, ভ্লাদিমির রোগভ, টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিখেছেন সর্বশেষ রুশ হামলায় রেল অবকাঠামো এবং জ্বালানি তেলের ডিপো টার্গেট করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে শনিবার ক্রাইমিয়ার সেভাস্তোপোল বন্দরে রুশ নৌবাহিনীর জন্য জ্বালানি সংরক্ষণের ডিপোতে ড্রোন হামলার পরদিনই ইউক্রেনের রেল অবকাঠামো এবং জ্বালানি তেলের ডিপো টার্গেট করে এই হামলা চালানো হলো।

ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে ইউক্রেনের সংবাদ সংস্থা আরবিসি জানিয়েছে, রোববারের ড্রোন হামলায় ১০টি স্টোরেজ ট্যাংকে রুশ নৌবাহিনীর ব্ল্যাক সি ফ্লিটের জন্য মজুদ করে রাখা সব তেল পুড়ে গেছে।

রাশিয়া এই হামলার জন্য ইউক্রেনকে দায়ী করেছে। তবে ইউক্রেন ঐ ড্রোন হামলার কথা স্বীকার করেনি।

সোমবার ভোরে পাভলোরার্ডে ঐ হামলার কয়েক ঘণ্টা পরে রাজধানী কিয়েভেও এয়ার রেড অ্যালার্ট জারী করা হয়। স্থানীয় সময় ভোর চারটা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে থেকে থেকেই সাইরেনের শব্দ শোনা যায়।

কিয়েভের সামরিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয় রাজধানীকে টার্গেট করে ছোড়া সবগুলো ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন আকাশেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

খেরসন অঞ্চলের ইউক্রেন নিয়ন্ত্রিত এলাকায় রাতভর ৩৯টি রুশ গোলা আঘাত করেছে বলে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে। এসব গোলা ভূমিতে মোতায়েন দূরপাল্লার কামান ছাড়াও ড্রোন এবং বিমান থেকে ছোড়া হয়।

প্রশাসনের জানিয়েছে একজন নিহত হয়েছে।

গত কয়েকদিনে রাশিয়া ইউক্রেনের ভেতর হামলা বাড়িয়ে দিয়েছে। শুক্রবার কেন্দ্রাঞ্চলীয় শহর উমানে রুশ নিহত হয়েছে প্রায় ২৫ জন।

শুক্রবারের হামলার পর রাশিয়া বলেছিল ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর একটি রিজার্ভ ইউনিটকে টার্গেট করা হয়। যদিও ইউক্রেনীয় পক্ষ বলেছে রুশ হামলায় একটি আবাসিক ভবনে বেসামরিক লোকজন নিহত হয়েছে - যাদের মধ্যে ছিল চারটি শিশু।

ওদিকে ইউক্রেন বলছে রুশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা হামলার পরিকল্পনা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। পশ্চিমা বিভিন্ন দেশে থেকে নতুন অস্ত্র এবং সরঞ্জাম এসে পৌঁছুনোর পর এই হামলার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, রাশিয়া তাদের হামলা বাড়ানোর এবং দখল করা জায়গায় নিয়ন্ত্রণ সংহত করার পরিকল্পনা নিচ্ছে বলে জানা গেছে। সামরিক কম্যান্ডের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বে আবারও রদবদল করা হয়েছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী জেনারেল মিজিনতসেভকে - যিনি সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন - তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাত্র গত সেপ্টেম্বরে তাকে নিয়োগ করা হয়।

রণাঙ্গনের সম্মুখ সারির রুশ সেনা ইউনিটগুলো অনেকদিন ধরেই অভিযোগ করছে প্রয়োজন মত অস্ত্রসরঞ্জাম তারা পাচ্ছেনা। এমনকি খাবার এবং পোশাকের ঘাটতির কথাও তারা জানিয়েছে।

অন্যদিকে সোমবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন পূর্বাঞ্চলীয় বাখমুট শহরের কিছু অবস্থান থেকে তাদের সৈন্যরা রুশ সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে এই শহরটি রুশরা কার্যত অবরোধ করে রেখেছে।

ইউক্রেনের স্থলবাহিনীর কম্যান্ডার জেনারেল ওলেকসান্দার সিরিসকি টেলিগ্রাম চ্যানেলে বলেন বাখমুটের পরিস্থিতি খুবই জটিল - কিন্তু শত্রুরা শহরের দখল নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেব দেবী কে বা কারা?

সুনীল কুমার দে

আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মে তেত্রিশ দেব দেবীর কথা উল্লেখ আছে ও কথাটি খুবই প্রচলিত।এই নিয়ে মাঝে মাঝেই অনেকেই বিশেষ করে অন্য ধর্মের মানুষ নানা কথা বলেন ও ব্যঙ্গ ও করেন।অনেকেই আবার মাঝে মাঝেই ফেসবুকে হিন্দুদের ৩৩ কোটি দেবী দেবতা নিয়ে খুব লেখা লেখি করেন। হিন্দুরা ৩৩ কোটি দেবী দেবতার পূজা করুক বা ৩৩ ট্রিলিয়ন দেবী দেবতার পূজা করুক এটা সম্পূর্ণ বিষয়টাই হিন্দুদের। অন্য কারোর এই বিষয়ে মাথা ব্যথা করার কথা ছিল না কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অন্যদেরই মাথা ব্যথা বেশী।

বাংলা এবং সংস্কৃত কাছাকাছি ভাষা হলেও একই ভাষা না। যে কারণে শব্দের অর্থ ভিন্ন হয় বাংলা থেকে।

প্রথমেই জানিয়ে রাখি সংস্কৃত ভাষায় 'কোটি' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হল 'প্রকার' অপরটি 'সংখ্যা বিশেষ'।

অথর্ব বেদের দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে,

যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা অঙ্গে সর্বে সমাহিতাঃ।

স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ।।

অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রভাবে এই ৩৩ কোটি(প্রকার) দেবতা সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। পরমেশ্বর বলতে পরমব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এই পরমব্রহ্ম থেকেই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, দেব দেবী, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়েছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ৩৩ দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ৩৩ প্রকার দেবতা হলেন, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু এবং অশ্বিনী কুমারদ্বয়। (১১+১২+৮+২=৩৩) এর থেকে এটা পরিস্কার যে হিন্দুদের ৩৩ প্রকার দেবতা রয়েছে, ৩৩ কোটি নয়। এবার দেখা যাক এদের সম্পূর্ণ পরিচয়।

একাদশ রুদ্র ঃ

রুদ্র হলেন সংহারের দেবতা। রুদ্রগনের অধিপতি স্বয়ং মহাদেব। কোনো কোনো গ্রন্থে একাদশ রুদ্রকে ভগবান শিবের ১১টা রূপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে একাধিক বার রুদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা হলেন,

১) মন্যু, ২) মনু, ৩) মহিনস, ৪) মহান, ৫) শিব, ৬) ঋতুধ্বজ, ৭) উগ্ররেতা, ৮) ভব, ৯) কাল, ১০) বামদেব এবং ১১) ধৃতব্রত।

দ্বাদশ আদিত্যঃ

ব্রহ্ম পুরাণে বলা হয়েছে অদিতির ১২ জন পুত্র দ্বাদশ আদিত্য নামে পরিচিত। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী এরা হলেন

১) বিবস্বান, ২) অর্যমা, ৩) পূষা, ৪) ত্বষ্টা, ৫) সবিতা, ৬) ভগ, ৭) ধাতা, ৮) বিষ্ণু (ইনি দ্বাদশ আদিত্যের অধিপতি), ৯) বরুন, ১০) মিত্র, ১১) ইন্দ্র, এবং ১২) অংশুমান।

অষ্টবসুঃ

মহাভারত অনুযায়ী অষ্টবসু হলেন ১) ধরা অর্থাৎ পৃথিবী, ২) অনল বা অগ্নি, ৩) অনিল বা বায়ু, ৪) অহ, ৫) প্রত্যুষ, ৬) প্রভাষ, ৭) সোম এবং ৮) ধ্রুব।

অশ্বিনী কুমারদ্বয়ঃ

অশ্বিনী কুমারদ্বয় হলেন ১) দস্র ও ২) নাসত্য। সূর্য দেব ও সংজ্ঞার এই দুই পুত্র চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী।

বিশ্বকর্মা যেমন দেব শিল্পী মানে দেবতাদের ইঞ্জিনিয়ার ঠিক এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় হলেন দেবতাদের ডাক্তার।

অশ্বিনীব্রত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের খুবই জনপ্রিয় ব্রত। চট্টগ্রামে মনে হয় এমন কোন হিন্দু বাড়ী নেই যে বাড়ীতে এই ব্রত পালন হয় না।

মোটামুটি এই হলো আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মের তেত্রিশ দেবতার তালিকা।আসলে ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নয়।তিনি নানা নামে ও নানা রূপে প্রকাশিত।তাই সবাই অন্য ধর্মের দেব দেবীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখুন ও সহ্য করতে শিখুন।ধর্ম ও ঈশ্বর নিয়ে হিংসা,ঘৃণা বন্ধ হউক।সমালোচনা,নিন্দা ও ঝগড়া ঝাটি বন্ধ হউক।

সাময়িকী

শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যা মহান সাধিকা যোগেশ্বরী আনন্দময়ী মায়ের তপো ভূমি চাওড়া পাহাড়

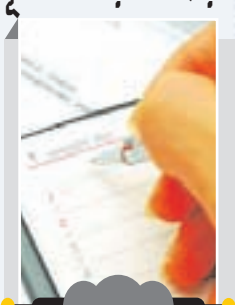

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

হাতার মাতাজী আশ্রমের সংস্থাপিকা,ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্র শিষ্যা, মহান সাধিকা ও বাক সিদ্ধা শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী আনন্দময়ী মাতাজির জন্ম হয়েছিলো অধুনা বাংলা দেশের ঢাকা শহরে ১৮৬২ সালে।তিনি ১২ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে দক্ষিনেশ্বর ধামে মা সারদা দেবীর শরনাপন্ন হন ও তার কাছে থাকেন।মাকে ধরে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নেন।ঠাকুর ১৮৮৬ সালে দেহ রাখলে তার অনেক শিষ্য ও শিষ্যারা তপস্যার জন্য বিভিন্ন জায়গায় চলে যান।সেই সুবাদে যোগেশ্বরী মা ও ৫২ বছর বয়সে তপস্যার জন্য চিত্রকুট পর্বতে চলে যান।তিনি সেখানে ১২ বছর তপস্যা করেন।ঠাকুরের আদেশে তিনি ৬৪ বছর বয়সে বিহারের অর্থাৎ অধুনা ঝাড়খণ্ডের চাওড়া পাহাড়ে আসেন।চাওড়া পাহাড়ে ১২ বছর সাধনা করে অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেন।তিনি ৭৬ বছর বয়সে হাতার মাতাজী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ও ৯৬ বছর বয়সে দেহ রাখেন।

এখন একটু ঐতিহাসিক চাওড়া পাহাড়ের বিষয়ে দু কথা বলি যেহেতু এই পাহাড়ে সাধিকা যোগেস্বরী মায়ের লীলা জড়িয়ে আছে।চাওড়া পাহাড় টি বর্তমান সেরাইকেলা খরসাওয়া জেলার রাজনগর প্রখণ্ডে ঝলক পঞ্চায়েতে অবস্থিত।এই চাওড়া পাহাড় চাইবাসা থেকে ৩০কি,মি ও রাজনগর থেকে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।স্থানীয় লোক মুখে শোনা যায় কোনো এক ব্যক্তির নাম অনুসারে এই পাহাড়ের নাম চাওড়া পাহাড় হয়েছে।রাজনগর হয়ে গেলে লেটো, তারপর চরিপাদা, জনবনি, ঝলক,গেরেশাই তারপর রাজবাসা।রাজবাসার কোলেই রয়েছে চাওড়া পাহাড়ে।একদিন চাওড়া পাহাড় খুবই দুর্গম জায়গা ছিলো কিন্তু আজ গাড়ি ঘোড়া সবই যায় সেখানে।পাহাড়ের নিচে একটি ঝর্ণা আছে সেখানে বারোমাস জল থাকে।তার কাছেই শিব ঠাকুর খোলা ময়দানেই থাকেন।ভক্তেরা পুজো দিতে আসেন।যোগেশ্বরী মা যখন পাহাড়ে ছিলেন তিনি ও শিবের পুজো করতে নিচে নামতেন।পাহাড় থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উপরে একটি বৃহৎ পুকুর আছে।এই পুকুর পাড়ে যোগেশ্বরী মা কুটির বেঁধে বারো বছর তপস্যা করেছিলেন একা।পরে অনেক ভক্ত ও শিষ্যরা আসেন।সে সময় বাঘ,ভালুক,বিষাক্ত সাপ,হনুমান,বানর প্রভৃতি থাকতো আজ ও আছে তবে কম।এই পুকুর টি ইচার জমিদার গঙ্গা রাম সিংহ দেব নির্মাণ করেছিলেন।কথিত আছে যে এক বিষাক্ত সাপের মনি চুরি করতে গিয়ে এক ইংরেজ মারা গেছিলো সেই থেকে এই পাহাড়ে কেউ যেতো না।যোগেশ্বরী মায়ের তপস্যাতে এই চাওড়া পাহাড় ধন্য হয়েছে ও তীর্থে পরিণত হয়েছে।এই পাহাড়ে মা যোগেশ্বরী সাধনা করে বাক সিদ্ধা হয়েছিলেন।তার আশ্রমে বাঘ, গাভি ও বিষাক্ত সাপ এক সাথে থাকতো কোনো হিংসা ছিলো না।এই পাহাড়ে চাইবাসার আশুতোষ হুই মায়ের আশীর্বাদে পুত্র সন্তান লাভ করেছেন।এই চাওড়া পাহাড়ে পাটনার রানুমা মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহন করেছিলেন।এই চাওড়া পাহাড়ে সর মাঝি ও নর মাঝি কে যোগেশ্বরি মা সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন ও মহারাজ বানিয়েছিলেন।এই চাওড়া পাহাড়ে বারো বছর মা যোগেশ্বরী অখণ্ড যজ্ঞ করেছিলেন।এই চাওড়া পাহাড় থেকেই অসংখ্য রামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত তৈরি হয়ে ছিলো তাই চাওড়া পাহাড় সাধারণ জায়গা নয় এক তীর্থক্ষেত্র বলা যেতে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই চাওড়া পাহাড়ে মায়ের ভাঙা ঘর ছাড়া আর কোনো স্মৃতি নেই।শুধু পুকুর টি রয়েছে আজও অক্ষত অবস্থায়।

আমি যখন সাধিকা যোগেশ্বরী মা মাতাজী আশ্রম হাতা বই টি লিখি তখন আমার বন্ধু রাকেশ মিশ্রা, ফকির মাহাতো ও সূর্য শঙ্কর করের সাথে ২০০৩সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর চাওড়া পাহাড় গেছিলাম ও পাহাড়ে উঠেছিলাম কিন্তু সে সময় হাতি বাচ্ছা দেওয়ায় পুকুরে যেতে পারি নি,গাছের উপর থেকে ফটো নিয়েছিলাম কিন্তু ২০১০ ও ২০১১তে মাতাজী আশ্রমের টিম নিয়ে দুবার চাওড়া পাহাড়ে গেছিলাম।পাহাড়ে উঠে পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে যোগেশ্বরী মায়ের স্মৃতি সৌধে পুজো করেছিলাম,নারিকেল ভেঙেছিলাম।পাহাড়ের নিচে পিকনিক করেছিলাম ও ঠাকুরের নাম গান করেছিলাম।আজও সেই মধুর স্মৃতি মন কে উদ্বেলিত করে ,মন কে আজও নিয়ে যায় চাওড়া পাহাড়ে যোগেশ্বরী মায়ের তপভূমিতে।

পাঠকের চিঠি

আজ আমরা কোথায় চলেছি

প্রভাতে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।
সকালে উঠিয়া ভগবানের নাম লইবে।
মাতা পিতা পরম গুরু।চুরি করা মহা দোষ।
যে চুরি করে তাহাকে সকলে ঘৃণা করে।
না বলিয়া পরের জিনিস লইলে চুরি করা হয়।
কোথায় হারিয়ে গেলো এই সব নীতি কথা।
হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে আজ মানবিক মূল্য বোধ।
হারিয়ে যাচ্ছে নীতি,আদর্শ ও চরিত্র।
জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে
শান্তি,আনন্দ,প্রেম ভালোবাসা,বিশ্বাস।
আমরা কোথায় চলেছি,
কোন সভ্যতার দিকে হাঁটছি।
আজ আমরা কেউ কাউকে জানি না,
চিনি না,কেউ কারো কথা ভাবি না।
কর্তব্য ও দায়িত্ব আজ ধুলায় ধূসর।
চারিদিকে হিংসা ও ঘৃণার জয় উল্লাস।
অশ্লীলতা ও নগ্নতার ছড়াছড়ি।
অবাধ যৌনাচার। চরিত্র আজ হাঁসির জিনিষ।
পবিত্রতা,সততা,মৃত্যুর প্রহর গুনছে।
আমরা আজ কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না।
দোষ দেখা,নিন্দা করা ও বদনাম করাই যেন আমাদের কাজ।
একটু দাঁড়ান। একটু ভাবুন কোথায় চলেছি আমরা।
কোন সভ্যতা চাই, কোন সমাজ চাই।
আমরা কি আবার বনে জঙ্গলে ফিরে যেতে চাই।

সুনীল কুমার দে, পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আগামী ১৫ মে থেকে শুরু হবে গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটে ফ্লাইবিগ বিমান পরিষেবা

গুয়াহাটি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি রুটে বিমান পরিষেবার ফ্লাগ অফ পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের বরাক উপত্যকা বাসীর জন্য সুখবর। আগামী ১৫ মে থেকে গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটে বিমান পরিষেবা শুরু করতে চলেছে ফ্লাইবিগ। ৭২ টি আসনের এই ছোট বিমানটির যাত্রী ভাড়া সর্বাধিক ৪৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন সময়ে ভাড়া এক হাজার টাকা কিংবা দেড় হাজার টাকায়ও সীমিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অতি সস্তার ভাড়াযুক্ত ফ্লাইবিগ বিমান পরিষেবায় যাত্রীরা দিনে দুবার করে গুয়াহাটি শিলচর এবং শিলচর গুয়াহাটি যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। তবে গুয়াহাটি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি রুটে বিমান পরিষেবার ফ্লাগ অফ করলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

প্রসঙ্গত আন্তঃরাজ্য বিমান সংযোগকে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে অসম সরকার গত ২৫ মার্চ বিগ চার্টার প্রাইভেট লিমিটেড (ফ্লাইবিগ) এর সাথে অউড়ন সেক্টরে বিমান পরিষেবার সুবিধার্থে একটি এমওইউ স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী ফ্লাইবিগ প্রতিদিনের ভিত্তিতে গুয়াহাটি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি এবং গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটের মধ্যে ফ্লাইট পরিচালনা করবে। এই বিষয়টির তদারক করবে আসাম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। নতুন বিমান পরিষেবা ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি বিমানবন্দর এবং শিলচরের কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে নতুন গতি এনে দেবে বলে আশা করে এই মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছিল।

অসম সরকার এবং বিগ চার্টার প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে গুয়াহাটি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি রুটে ফ্লাইবিগের বিমান পরিষেবা শুরু হয়েছে। এর ফ্ল্যাগ অফ করেছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। এরপর আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান এদিন থেকে শুরু হওয়া এই বিমান পরিষেবার অন্তর্গত প্রতিদিন গুয়াহাটি থেকে সকাল ৯.৩৫ টায় ডিব্রুগড়ের উদ্দেশ্যে এবং ডিব্রুগড় থেকে দুপুর ৩.১০ টায় এই বিমান গুয়াহাটি ফিরে আসবে। প্রথম দিনের যাত্রায় বিমানে ৬৪ যাত্রী ছিলেন। মোট ৭২ টি আসন হিসাবে এর অনুপাত ৯০ শতাংশের অধিক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিদিনের যাত্রায় ন্যূনতম ৪০ জন যাত্রী হলেই সরকারের ফ্লাইবিগ কর্তৃপক্ষকে কোনো টাকা দিতে হবে না। কিন্তু ৪০ জনের থেকে কম হলে প্রতি যাত্রী হিসাবে সরকারকে আদায় দিতে হবে চার হাজার টাকা। অর্থাৎ ৪০ জনের নিচে যত যাত্রী কম হবেন সেটার প্রতি যাত্রী বাবদ সরকারকে ওই টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ বিমান কর্তৃপক্ষকে আদায় দিতে হবে বলে জানালেন তিনি। তাছাড়া এর জন্য বাজেটে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করা রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন আগামী ১৫ মে থেকে গুয়াহাটি শিলচর গুয়াহাটি রুটে ফ্লাইবিগ বিমান পরিষেবা শুরু হবে। এরপর একইভাবে যোরহাট রুটেও চলবে বিমান। মূলত উড়ান ফ্লাইট না থাকার রুটে ফ্লাইবিগ বিমান পরিষেবা প্রদান করা হবে। তিনি বলেন যেখানে গুয়াহাটি শিলচর রুটে ইন্ডিগো বিমানে প্রায় সাত আট হাজার টাকা বিমান ভাড়া হয়, সেখানে ফ্লাইবিগ বিমান পরিষেবায় সর্বাধিক ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে চার হাজার পাঁচশ টাকা। ফ্লাইবিগ বিমান পরিষেবার অন্তর্গত পাটনা রুটে একটি ছাড়া বর্তমান উত্তরপূর্বের ২৩টি রুটে বিমান চলাচল অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া বিমান সংস্থাটির কার্যালয় উত্তর পূর্বে রয়েছে বলে জানালেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন অসমের পর্যটন ইতিহাসে এটা এক স্মরণীয় এবং গর্বের দিন। কারণ পর্যটকরা মূলত ফ্লাইট কানেক্টিভিটির উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। ফলে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এভাবে বিমানের পরিষেবা শুরু হলে স্বাভাবিকভাবে এর ইতিবাচক প্রভাব পর্যটন ক্ষেত্রে পড়বে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন গত বছরের তুলনায় এই বছর পর্যটকদের সংখ্যা সর্বাধিক হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্রোহী সংগঠনগুলো সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার ফলে সারা অসম তথা উত্তরপূর্ব জুড়ে এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে সর্বাধিক লাবান্বিত হবে পর্যটন ক্ষেত্র।

তিনি বলেন আমেরিকা, ইউকে সহ বিভিন্ন দেশ তাদের সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে অসম সংক্রান্তে যেসব নেতিবাচক তথ্য দিয়ে রেখেছে সেটা তুলে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রাজ্য সরকারের তরফে চিঠি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন চিঠিপত্র প্রেরণ করেছেন। এই নেতিবাচক দিকের ফলে অসমে পর্যটকদের আগমনে প্রভাব ফেলছে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন পর্যটকরা সাধারণত নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার দিকটি সর্বাধিক বিবেচনা করেন। তবে অসমের ইতিহাসে কখনো পর্যটকদের উপরে কোনো ধরনের আক্রমণ করা হয়নি বলে সজরে ঘোষণা করেন তিনি। শুধুমাত্র পর্যটকদের জন্য গুয়াহাটি বিমানবন্দর সারা দেশের দশটি ব্যস্ত বিমানবন্দরের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যে পবন হংসের হেলিকপ্টার পরিষেবা চলছে। তবে কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলায় হেলিকপ্টার পরিষেবা শুরু করার ক্ষেত্রে সরকার চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

শিক্ষা সেতু অ্যাপ, পোর্টাল সংক্রান্তে ২ থেকে ২১ মে পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের অসহযোগের ঘোষণা

সরকার প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করলে ২২ মে ট্যাবলেট ফিরিয়ে দেওয়ার হুমকি

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের নবতম সংযোজন শিক্ষা সেতু অ্যাপ, পোর্টাল সংক্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনি। আগামী ২ থেকে ২১ মে পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার জন্য সরকারকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে যদি সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খালি পড়ে থাকা প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি না করে তাহলে আগামী ২২ মে শিক্ষা খন্ড অফিসারের হাতে সরকারের দেওয়া ট্যাবলেট ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনি। ফলে ২ থেকে ২১ মে পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষকরা এক্ষেত্রে অসহযোগ করবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত গত ২৪ এপ্রিল এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয় এর প্রোফাইল শিক্ষা সেতু অ্যাপ, পোর্টালে উন্নতিকরনের জন্য অধ্যক্ষ তথা প্রধান শিক্ষকশিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই হিসাবে শিক্ষা বিভাগের তরফে প্রত্যেক বিদ্যালয় জন্য পার্সোনাল কম্পিউটার এবং ট্যাবলেট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু ২৪ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যের প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং প্রধান শিক্ষকশিক্ষিকাদের শিক্ষা সেতু অ্যাপ এবং পর্টালে বিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উন্নতিকরনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রোফাইলে মূলত বিদ্যালয়ের পঞ্জীয়করণ অনুসারে ঠিকানা, ফোন নাম্বার, জিপিএস লোকেশন ইত্যাদি তথ্য উন্নতিকরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে সেই বিদ্যালয়ের অধীনে থাকা শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ তথ্য দাখিল করতে বলা হয়। তবে শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের প্রায় তিন হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন। তাছাড়া দুইজন শিক্ষকের বিদ্যালয় রয়েছে ১৬ হাজার। সমস্যাটি এখানেই সৃষ্টি হয়েছে। অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনির অভিযোগ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে সরকার। ক্ষোভ ব্যক্ত করে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষকদের পাঠ দান করা ছাড়াও লেট্রিন পরিস্কার করতে হয়, বিদ্যালয়ের বেলও বাজাতে হয়। তাদের উপরে এমনিতে বহু চাপ থাকার পরেও সরকার নতুন শিক্ষা আইনের অধীনে তাদেরকে অতিরিক্ত কাজ দিয়েছে। ফলে এবার অঙ্গনওয়াড়ি পর্যবেক্ষণ, বিদ্যালয় পরিচালনা, মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা ছাড়াও তাদের নিয়মিত পাঠদানও করতে হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের এর থেকে বেশি চাপ নেওয়া সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষকরা। উল্লেখ্য সোমবার গুয়াহাটি মহানগরের চানমারি স্থিত শিক্ষক ভবনে অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনির পঞ্চম কার্য নির্বাহ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের খালি পড়ে থাকা প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার জন্য সরকারকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ২ থেকে ২১ মে পর্যন্ত সরকার হাতে এই সময়সীমা রয়েছে। সংগঠনটির মন্তব্য অনুসারে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২১ মে পর্যন্ত সরকার তিনটি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত করতে পারবে। ফলে এই তিনটি বৈঠকের মধ্যেই প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ জারি হতে হবে। অন্যথায় ২২ মে শিক্ষা খন্ড অফিসারের হাতে সরকারের দেওয়া ট্যাবলেট ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রাথমিক শিক্ষকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে আগামী ২১ মে পর্যন্ত শিক্ষা সেতু অ্যাপ, পোর্টাল সংক্রান্তে প্রাথমিক শিক্ষকরা অসহযোগ করবেন বলে ঘোষণা করেছে অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনি।

সহজ ঋণের জন্য বাংলাদেশে যেভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠলো বিশ্বব্যাংক

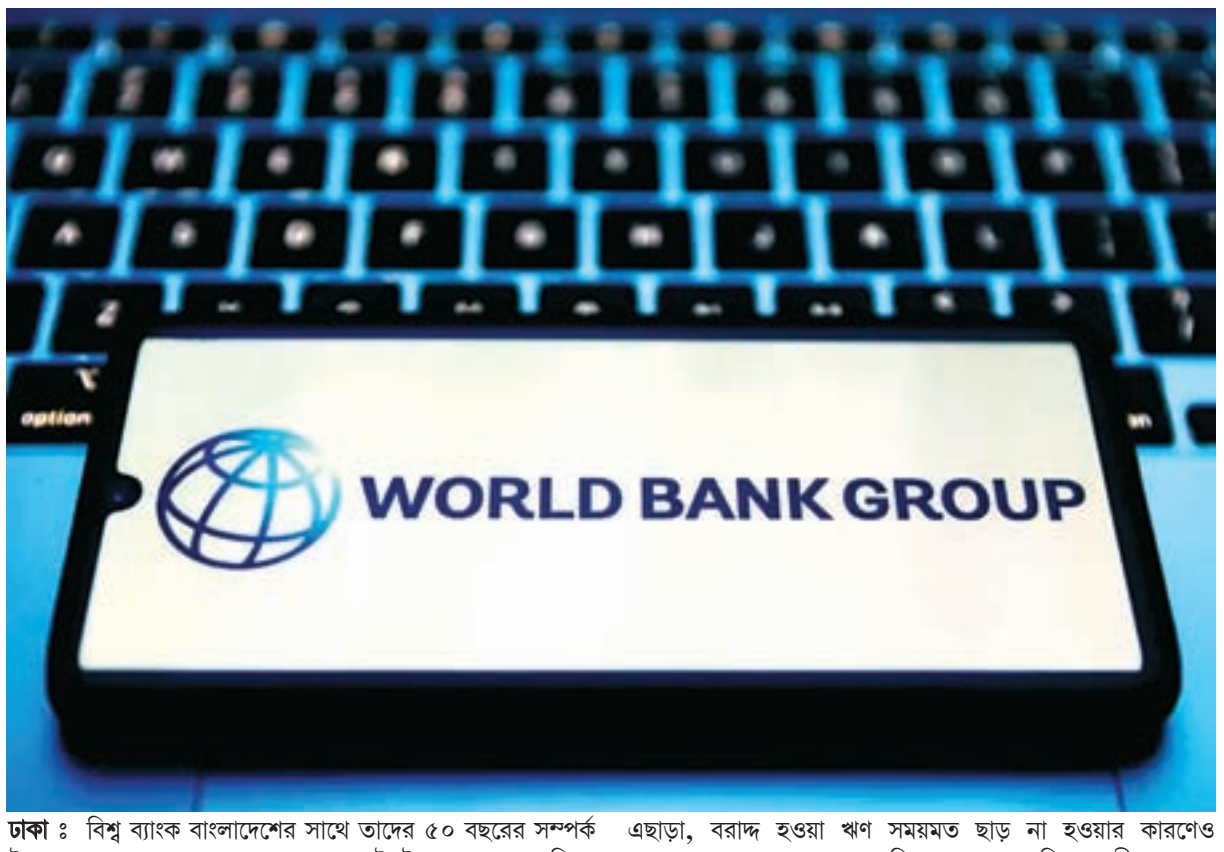

ঢাকা ঃ বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশের সাথে তাদের ৫০ বছরের সম্পর্ক উদযাপন করছে বেশ আয়োজন করে। এই উদযাপনে অংশ নিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন।

বিশ্ব ব্যাংকের যে শাখা - ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) - নিম্ন আয়ের দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য ঋণ দেয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী দেশ বাংলাদেশ। অন্যদিকে বাংলাদেশেরও সবচেয়ে বড় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক। বিশ্ব ব্যাংকের হিসেবে, সত্তরের দশকের শুরুতে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাংক যতটুকু ধারণা করেছিল সেটিকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। গত ৫০ বছরে আইডিএ'র কাছ থেকে অনুদান, সুদমুক্ত ঋণ আর কম সুদে প্রায় ৩ হাজার ৯০০ কোটি ডলার ঋণ পেয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে আইডিএ'র সহায়তায় প্রায় ১৬০০ কোটি ডলারের ৫৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে বাংলাদেশে।

বর্তমানে আইডিএ'র সহায়তায় প্রায় ১৬০০ কোটি ডলারের ৫৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে বাংলাদেশে।

গত বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের নিম্ন আয়ের ৭৪টি দেশে কার্যক্রম ছিল আইডিএ'র। বিশ্বব্যাংকের এই সংস্থাটির লক্ষ্য হলো আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা দিয়ে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানুষের জীবনমান উন্নত করা। বাংলাদেশ শুরুর দিকে আইডিএ'র সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী না থাকলেও গত পাঁচছয় বছর ধরে এই অবস্থান অর্জন করেছে বলে বলেন বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট জাহিদ হোসেন। সারা বিশ্বে সহযোগী দেশগুলোকে কী পরিমাণ ঋণ দেয়া হবে, তা আইডিএ'র একটা তিন বছরের চক্রে নির্ধারিত হয়। প্রতি তিন বছর পর এটি নবায়ন হয়। ২০১৫-১৬ সালের আগে বাংলাদেশ তাদের জন্য বরাদ্দ ঋণ ব্যবহার করতে পারতো না। সেসময় বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দকৃত ঋণের যে অংশ অব্যবহৃত থাকতো তা অন্যান্য দেশকে দিয়ে দেয়া হতো। তবে ২০১৫-১৬ সালের পর থেকে বাংলাদেশ আইডিএ'র তিন বছরের চক্রে নিজেদের জন্য বরাদ্দকৃত ঋণের পুরো অংশ ব্যবহার করার পর আফ্রিকান কয়েকটি দেশের জন্য বরাদ্দ হওয়া অব্যবহৃত ঋণও ব্যবহার করেছে বলে জানান জাহিদ হোসেন।

এছাড়া, বরাদ্দ হওয়া ঋণ সময়মত ছাড় না হওয়ার কারণেও কাগজে কলমে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সুবিধাভোগী দেশের তালিকার শীর্ষে।

মনে করুন আইডিএ আপনাকে কোনো প্রকল্পে পাঁচ বছরের জন্য ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিলো। কিন্তু কোনো কারণে সেই সময়ের মধ্যে আপনি পুরো টাকাটা ছাড় করাতে পারলেন না। তখন বাকি টাকাটা পাইপলাইনে থেকে যায়। এর মধ্যে তিন বছর পর আবার আইডিএ নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন সেই টাকাটাও সেখানে জমে আর পাইপলাইন ফুলতে থাকে, বলেন জাহিদ হোসেন।

২০১৬ সালের পর থেকে 'অর্থায়ন যোগ্য প্রকল্প' আইডিএ'র কাছে উপস্থাপন করতে পেরেছে বলেই বাংলাদেশের পাওয়া ঋণের বরাদ্দ বেড়েছে বলে মন্তব্য করেন মি. হোসেন।

অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন ১৫-২০ বছর আগেও বিশ্বব্যাংক তাদের ঋণের সাথে বিভিন্ন শর্ত বা উন্নয়নের মডেল 'চাপিয়ে দেয়া' দিতো বলে মনে করতো বাংলাদেশ। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি অন্যরকম।

আমরা অনেকসময় টাকা পাওয়ার জন্য দ্রুততার সাথে অনেক শর্ত মানি। কিন্তু সেসব শর্তের সাথে যেসব অঙ্গীকার করি, তা আর মানি না।

অর্থনীতিবিদদের মতে, গত ৫০ বছরে একবারই বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের 'শীতল সম্পর্ক' তৈরি হয়েছিল। সেটি হলো ২০১২ সালে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন নিয়ে।

সেসময় বিশ্ব ব্যাংকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প (১২০ কোটি ডলার) ছিল পদ্মা সেতু প্রকল্প। সেতু নির্মাণে পরামর্শক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় এবং সেই তদন্তে বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতা না করায় এই পদক্ষেপ নিয়েছিল বিশ্বব্যাংক।

তবে পরে এসব অভিযোগের কোনোটিই প্রমাণিত হয়নি।

সেসময় 'ছয় থেকে বারো মাসের জন্য' বাংলাদেশের সাথে বিশ্ব ব্যাংকের একটি শীতল সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বলে মনে করেন সংস্থাটির বাংলাদেশ অফিসের সাবেক লিড ইকনমিস্ট জাহিদ হোসেন।

পদ্মা সেতু থেকে সরে আসার পরে বিশ্ব ব্যাংক তাদের কান্ট্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট স্ট্র্যাটেজি রিভিউ করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বাংলাদেশে ভৌত অবকাঠামোগত হাই রিস্ক প্রকল্পে তারা ভেবেচিন্তে ঋণ দেবে। কিন্তু পরে বিশ্বব্যাংকের ভেতর থেকেই একটা আপত্তি আসে যে, বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে ভৌত অবকাঠামো তৈরিতে সহায়তা না করলে উন্নয়নে অবদান কীভাবে রাখা যাবে!

তবে পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে সরে আসার পর বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, বলেন জাহিদ হোসেন।

অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, বিশ্বব্যাংকের মত সংস্থা নিজেদের স্বার্থেই বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রমের পরিধি বাড়িয়েছে।

বিশ্বের বাজারে তাদের সাফল্য দেখাতে হয়। তারাও বিশ্বের বাজার থেকেই টাকা তোলে। উন্নয়ন সাফল্যের হিসেবে ৮০-৯০'এর দশকের বড় বড় ঘাটতি আছে তাদের।

সেজন্য বাংলাদেশকে তুলনামূলক ভাবে সাফল্যের একটি গ্রহণযোগ্য বা নমুনা দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি, পদ্মা সেতুর অর্থায়ন থেকে সরে আসার পর তারা আরো নমনীয় হয়েছে, বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

সালে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের 'শীতল সম্পর্ক' তৈরি হয়েছিল।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সবচেয়ে বড় অবাকাঠামো প্রকল্প ছিল বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু বা যমুনা সেতু।

এছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সংস্থাটির সহায়তায় নির্মাণ হয় পল্লী সড়ক। শিক্ষা, জ্বালানি, দুর্যোগ মোকাবেলায়ও বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন করে বিশ্বব্যাংক।

তবে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কিছু প্রকল্প নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছে।

আশির দশকের শেষভাগে বাংলাদেশে বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য 'ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান' নামে একটি প্রকল্পে অর্থায়ন করতে চেয়েছিল সংস্থাটি। ঐ প্রকল্পের অধীনে দেশের তিনটি প্রধান নদীর পারে বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

বিশ্বব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা একটি দেশের সরকার, তার অঙ্গ সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

বিশ্ব ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা একটি দেশের সরকার, তার অঙ্গ সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের সাথে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করে। কোনো একটি প্রকল্পে অর্থায়ন ও সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা মূলত সরকারের ওপরই নির্ভরশীল থাকে। এ কারণে অনেক সময় তাদের প্রকল্পের 'প্রকৃত সুবিধাভোগী'দের বক্তব্যটা উঠে আসে না বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

যে মানুষগুলো জন্য টাকাটা আনা হয়, তাদের কণ্ঠটা না থাকার কারণে তারা সুবিধাটা পেয়েছে কি পায় নাই, সেই মূল্যায়নটা সঠিকভাবে হয় না।

অথচ এই মানুষগুলোই কিন্তু তাদের করের টাকা দিয়ে পরবর্তীতে এই ঋণ শোধ করবে। একটি দেশের ভেতরে যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতার জায়গাটা যদি দুর্বল থাকে, তাহলে এই সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর প্রায় অনুপস্থিত হয়ে যায়, বলছিলেন মি. ভট্টাচার্য।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে হাতে নেয়া উন্নয়ন কার্যক্রমের কারণে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন উদাহরণ রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের কাজের পরিধির বিচারে সেগুলোকে 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনা বলা যায় বলে মন্তব্য করেন জাহিদ হোসেন। তবে তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বব্যাংক এই ধরণের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করার বিষয়ে জোর দিয়ে থাকে।

বিশ্বব্যাংকের কোনো প্রকল্পের কারণে যদি আপনার ক্ষতি হয়, তাহলে আপনি বিশ্বব্যাংকের ইন্টেগ্রিটি বিভাগের কাছে আপনার অভিযোগ জানাতে পারবেন। তখন ব্যাংকের একটি দল গিয়ে সম্পূর্ণ নিজেদের মত করে অভিযোগের তদন্ত পরিচালনা করে।

গম্ভীরকোহলির 'যুদ্ধ' ক্রিকেটের জন্য ভালো নয়, বলছেন হরভজন

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ ২০১৩ আইপিএলে প্রথমবার বিবাদে জড়িয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের গৌতম গম্ভীর ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরাট কোহলি। দুজনেই তখন নিজ নিজ দলের অধিনায়ক। সবার ধারণা ছিল, ভারতীয় দলের দুই সাবেক সতীর্থের ঝামেলা বুঝি সেখানেই মিটমাট হয়ে গেছে।

কিন্তু এবারের আইপিএলে আবারও নতুন করে যুদ্ধংদেহী রূপে দেখা দিয়েছেন দুজন। কাল রাতে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর তো ক্ষোভের বিস্ফোরণই ঘটে গেছে! ম্যাচ শেষে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে গম্ভীর কোহলির। সতীর্থরা মাঝখানে এসে না দাঁড়ালে এই কথা কাটাকাটি হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যেত। ভারতীয় ক্রিকেট মহল এখনো এই ঘটনায় বুঁদ হয়ে আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমর্থকদের কেউ কেউ গম্ভীরের পক্ষ নিয়েছেন, কেউ আবার কোহলির পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। তবে সাবেকদের মধ্যে খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তারকাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত নিজের মতামত তুলে ধরেছেন শুধু হরভজন সিং। গম্ভীর কোহলির সঙ্গে প্রায় ৯ বছর ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করেছেন সাবেক অফ স্পিনার হরভজন। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী দলেরও সদস্য তাঁরা। মাঠেই দুই সতীর্থের এমন আচরণ ভালো লাগেনি তাঁর। টুইটারে পোস্ট করা ভিডিওতে হরভজন বলেছেন, 'বিরাট কোহলি একজন কিংবদন্তি। এ ধরনের ঝামেলায় জড়ানো উচিত নয়। কোহলি ও গম্ভীরের মধ্যে যা ঘটেছে, সেটা ক্রিকেটের জন্য ঠিক ছিল না।' আইপিএলে হাতে গোনা কয়েকটি কালো অধ্যায়ের তালিকা করলে হরভজনও থাকবেন। ২০০৮ সালে উদ্বোধনী আসরে শান্তকুমারন শ্রীশান্তের গালে হরভজনের কষিয়ে চড় লাগানোর দৃশ্য কে ভুলতে পারেন! ঘটনাটি 'স্ল্যাপগেট কেলেঙ্কারি' হিসেবে কুখ্যাতি পেয়েছে। হরভজন তাঁর ভিডিওতে ১৫ বছরের আগের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন, '২০০৮ সালে শ্রীশান্তের সঙ্গে যা করেছিলাম, সে জন্য আমি লজ্জিত।'

সব হারিয়েছে দল, তবু রোনালদোর উদ্‌যাপনে বিরক্তি

প্যারিস ঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সৌদি আরবে আসার আগে আল নাসর লিগের শীর্ষে ছিল। কিন্তু রোনালদো আসার পর পাঁচ মাস না যেতেই আল নাসর মোটামুটি সবই হারিয়েছে। লিগে শীর্ষে আর নেই, সেমিফাইনালেই বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে কিং কাপে। আল হিলাল কিংবা আল ইতিহাদের মতো বড় প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছেও হারতে হয়েছে। পর্তুগাল তারকা ও পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ী রোনালদো কিছুই করতে পারেননি। রোনালদো নিজে অবশ্য খুব খারাপ খেলছেন না। ১৫ ম্যাচে করেছেন ১২ গোল। কিন্তু সেটি আল নাসরের জন্য যথেষ্ট হয়নি।

সৌদি আরবে রোনালদোর অবস্থান বিতর্কমুক্ত নয়। কিছুদিন আগেই আল ওয়েদারের বিপক্ষে কিং কাপের সেমিফাইনাল হারের পর দর্শকেরা 'মেসি' 'মেসি' বলে চিৎকার করার পর রোনালদো কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন। অশ্লীল সেই কাণ্ডের পর রোনালদোকে সৌদি আরব থেকে বের করে দেওয়ারও দাবি উঠেছিল। আপাতত সেই বিতর্ক পেছনে ফেলে রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই ফরোয়ার্ড খেলে যাচ্ছেন। আল নাসরের সর্বশেষ ম্যাচে আল রায়েদের বিপক্ষে ৪-০ গোলে জয়ে গোল করেন রোনালদো। আর সেই গোল তিনি নিজের চিরাচরিত 'সিউ'-এর মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেন। রায়েদের বিপক্ষে গোলের পর রোনালদোর এমন উদ্‌যাপন ভালো লাগেনি আল নাসরের সাবেক পোলিশ তারকা আদ্রিয়ান মিয়েরজেউইস্কির। তিনি পোল্যান্ডের জার্সিতে খেলেছেন ৪১ ম্যাচ।

আদ্রিয়ান মিয়েরজেউইস্কি ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের হয়ে খেলেছেন। টুইটারে তিনি রায়েদের বিপক্ষে গোল করে রোনালদোর উদ্দাম উদ্‌যাপনের সমালোচনা করেছেন ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায়, 'যখন আপনার দল সুপার কাপ হারিয়েছে। কিং কাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে। লিগে আল হিলালের বিপক্ষে হেরেছে। শতকরা ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত যে আপনার দল লিগ শিরোপা পাচ্ছে না এবং আপনি আল রায়েদের বিপক্ষে গোল করছেন আর দল জিতছে ৪-০ গোলে।'

মিয়েরজেউইস্কির বক্তব্য খুব পরিষ্কার। সৌদি লিগে এ মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে আল নাসর। শীর্ষে আল ইতিহাদ। তাদের সঙ্গে নাসরের পয়েন্টের ব্যবধান ৩। আল শাবাব তৃতীয় আর আল হিলাল চতুর্থ। লিগে ১১ নম্বরে থাকা একটা দলের বিপক্ষে গোল করে রোনালদোর এত উচ্ছ্বসিত হওয়ার কী আছে এমনটাই হয়তো বুঝিয়েছেন মিয়েরজেউইস্কি। আর রোনালদো আসার পর আল নাসরের এ মৌসুমে শিরোপা জয়ের আশাও যেখানে শেষ, সেখানে এমন উদ্‌যাপনের হেতু খুঁজে পাচ্ছেন না।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাসে সাফল্য পেয়েছেন রোনালদো। জানুয়ারিতে ইউরোপের পাট চুকিয়ে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এটা নিশ্চিত, ইউরোপের বাইরে রোনালদো তাঁর প্রথম মৌসুমটি শেষ করতে যাচ্ছেন কোনো সাফল্য ছাড়াই।

ইউরোপের শীর্ষ ৫ দেশে বিশ্বকাপ সম্প্রচার না করার হুমকি ফিফার

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ ফুটবল বিশ্বকাপ হবে, আর সেটা ইউরোপের বড় দেশগুলোতে দেখা যাবে না, এমন ভাবা যায় নাকি! হোক না সেটা মেয়েদের বিশ্বকাপ।

ফিফা অবশ্য এ রকম হুমকিই দিয়েছে। ইউরোপের বড় দেশগুলোর সম্প্রচারপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সম্প্রচারস্বত্বের যে অঙ্ক প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটা এতই কম যে ওই দেশগুলোতে এই বছর হতে যাওয়া মেয়েদের বিশ্বকাপ সম্প্রচার করা নাও হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। এ বছর মেয়েদের বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ২০ জুলাই। যৌথভাবে আয়োজন করবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। তবে এই বিশ্বকাপ ইউরোপে সম্প্রচার করা নিয়ে জটিলতা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। গত বছর অক্টোবরেই ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো সমালোচনা করে বলেছিলেন, মেয়েদের বিশ্বকাপ সম্প্রচারস্বত্বের যে অঙ্ক প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটা ছেলেদের বিশ্বকাপের তুলনায় ১০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র! জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এক সভায় গত সোমবার এ নিয়ে আবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইনফান্তিনো, 'সম্প্রচারপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে ইউরোপের বড় পাঁচটি দেশ থেকে, সেটা এখনো খুবই হতাশাজনক।' ইনফান্তিনো একটা ধারণা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, মেয়েদের এই বিশ্বকাপের সম্প্রচারস্বত্বের জন্য ১০ লাখ থেকে ১ কোটি ডলারের মধ্যে একটা অঙ্ক প্রস্তাব করা হয়েছে, যেখানে ছেলেদের বিশ্বকাপের সম্প্রচারস্বত্বের জন্য ১০ কোটি থেকে ২০ কোটির মতো খরচ করতে হয়। বার্তা সংস্থা এএফপি লিখেছে, বড় পাঁচটি দেশ বলতে ইনফান্তিনো ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি ও স্পেনের কথা বুঝিয়েছেন। ইনফান্তিনো ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'এটা মেয়েদের বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া ফুটবলারদের জন্য ও বিশ্বজুড়ে মেয়েদের মুখে চপেটাঘাত। পরিষ্কার করে বলতে চাই, ফিফা নারী বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো কম মূল্যে বিক্রি না করা আমাদের নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যেই পড়ে।' এরপরই হুমকিটা দিয়েছেন ইনফান্তিনো, 'যদি প্রস্তাবগুলো এ রকম অন্যায্যই হতে থাকে, তাহলে আমরা ইউরোপের ওই বিগ ফাইভ দেশগুলোতে নারী বিশ্বকাপের ম্যাচ সম্প্রচার না করতে বাধ্য হব।' অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে যে সময়ে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো হবে, সেটা ইউরোপের টেলিভিশনের জন্য 'প্রাইম টাইম' নয়। তবে ইনফান্তিনো মনে করেন, এটা কোনো কারণ হতে পারে না, 'হয়তো ওরা মনে করছে যেহেতু অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে খেলা হচ্ছে, ইউরোপের জন্য ওটা প্রাইম টাইম নয়, কিন্তু সকাল ৯টা কিংবা ১০টার দিকে খেলা হবে, সুতরাং এটা খারাপ সময় নয়।' উল্লেখ্য, এবারই প্রথম মেয়েদের বিশ্বকাপ ও ছেলেদের বিশ্বকাপের জন্য আলাদা করে সম্প্রচারস্বত্ব বিক্রি করতে যাচ্ছে ফিফা।

আবার মা হচ্ছেন ৪১ বছর বয়সী সেরেনা

নয়া দিল্লি ঃ অ্যালেক্সিস ওহানিয়ানের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন ২০১৭ সালের নভেম্বরে। এর আগেই অবশ্য প্রথম সন্তানের মা হন সেরেনা উইলিয়ামস। মেয়ে অলিম্পিয়ার জন্মের পাঁচ বছর পর গত বছর টেনিসকে বিদায় বলে দেন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস তারকা। টেনিসকে বিদায় জানানো সেরেনা আপাতত খেলাটি থেকে দূরে থাকতে চান বলে ভোগ সাময়িকীতে লেখা একটি কলাম লিখেছিলেন। আরও ভালোভাবে পরিবারের দেখাশোনা করতে চান বলেও জানিয়েছিলেন।

সেরেনার পরিবার এখন স্বামী আর এক মেয়েকে নিয়ে। শিগগিরই যে এটা আরেকটু বড় হচ্ছে, গতকাল মেট গালা অনুষ্ঠানে গিয়ে সেটাই জানালেন সেরেনা। মেট গালা অনুষ্ঠানের লালগালিচায় দাঁড়িয়ে ২৩টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক সেরেনা বলেন, 'আনা উইনটুর (ভোগের এডিটর ইনচিফ) আমাদের তিনজনকে মেট গালায় আমন্ত্রণ জানানোর পর রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছিলাম।'

মেয়ে অলিম্পিয়া সঙ্গে ছিল না। তাহলে তিনজন কীভাবে? এটা বোঝা গেল একটু পরই। লালগালিচায় ওহানিয়ান সেরেনার পেটে হাত দিয়ে আদর করে দেওয়ার ভঙ্গি করেন। এটা দেখে কারও আর বুঝতে বাকি থাকেনি, ৪১ বছর বয়সী সেরেনা আবার মা হতে চলেছেন!

আসামে মুসলিম বেড়েছে অনুপ্রবেশের কারণেই : আদালতে ভারত সরকার

গুয়াহাটি : গুয়াহাটি হাইকোর্টে চলমান এক মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আসামে মুসলিম জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে এবং 'সীমান্তের ওপার থেকে আসা' লোকজনরাই এ জন্য দায়ী।
গত শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) ওই মামলার শুনানিতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল রঞ্জিত কুমার দেব চৌধুরী আদালতে এই বক্তব্য পেশ করেন।
ভারতের এই অংশটিকে দেশের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আলাদা করার জন্যই এই ষড়যন্ত্র আঁটা হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
আসামে যারা বিদেশি বা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে ইতিমধ্যেই শনাক্ত হয়েছেন তাদের ডিপোর্টেশনের আগে ভারতে থাকাকালীন কী কী অধিকার প্রাপ্য, সেই সংক্রান্ত একটি মামলাতেই কেন্দ্র তাদের এই অবস্থান জানিয়েছে।
দেশের বহু আইন বিশেষজ্ঞ ও মানবাধিকার আইনজীবী কেন্দ্রীয় সরকারের এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
আসামের মুসলিম সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয়রা আবার বলছেন, রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যা যদি বেড়েও থাকে তাহলে সেটার জন্য সীমান্তের অন্য দিক থেকে হওয়া অনুপ্রবেশ দায়ী - এরকম দাবির কোনও ভিত্তি নেই, প্রমাণও নেই!
তবে উল্টোদিকে কোনও কোনও আইনজীবী আবার মনে করেন, আসামে যে বছরের পর বছর ধরে বেআইনি অনুপ্রবেশ ঘটেছে এনআরসি বা জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর খসড়া পরিসংখ্যান থেকেই তা স্পষ্ট।
আদালতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বক্তব্য সম্ভবত সেই উপলব্ধিরই প্রতিফলন, বিবিসিকে জানিয়েছেন তারা।
অবৈধ অনুপ্রবেশ বস্তুত আসামে বহু পুরনো ও স্পর্শকাতর একটি রাজনৈতিক ইস্যু।
টানা বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যে এনআরসি অভিযান চালানোর পরও সেই বিতর্কের কোনও মীমাংসা হয়নি - এখন আদালতে কেন্দ্রের এই অবস্থান সেই বিতর্কেই নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছেন।
যে মামলার সূত্র ধরে এই বিতর্ক সেটি আসলে ২০১৬ সালের। আসামের মরিগাঁও জেলার এক মুসলিম বাসিন্দার কাগজপত্রে বাবার নামে কিছু অসঙ্গতি ছিল - তার ভিত্তিতে জেলার পুলিশ সুপার একটি 'রেফারেন্স রিপোর্ট' দেন এবং আসামের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল তাকে 'বিদেশি' বলে চিহ্নিত করে।
তবে এই ব্যক্তিকে এখনও অন্য দেশে ডিপোর্ট করা যায়নি। ইতিমধ্যে ২০২২ সালে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল অন্য একটি মামলায় তাকে আটক করে।
এই আটকাদেশের বিরুদ্ধেই গুয়াহাটি হাইকোর্টে তিনি আপিল করেছেন এবং ট্রাইব্যুনাল যাদের 'বিদেশি' বলে শনাক্ত করেছে ভারতে থাকাকালীন তাদের কোন কোন অধিকার প্রাপ্য, সেই প্রশ্নেই এখন শুনানি চলছে।
গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি এ এম বুজর বড়ুয়া ও বিচারপতি রবিন ফুকনের বেঞ্চে ২৮ এপ্রিল এই মামলার শুনানিতেই রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য তুলে ধরেন ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল রঞ্জিত কুমার দেব চৌধুরী।
মি দেব চৌধুরী বলেন, আদমশুমারির তথ্য বলছে, ১৯৫১ থেকেই আসামে মুসলিমদের জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে।
এখানে স্বাভাবিক নিয়মে জনসংখ্যা বাড়ছে বলেই এটা হচ্ছে তা কিন্তু নয়, বরং (সীমান্তের) অন্য পার থেকে তারা আসছে বলেই এই বিপুল বৃদ্ধি ঘটছে। আর প্রথমে এসেই তারা আশ্রয় নিচ্ছে রিজার্ভ (সংরক্ষিত) এলাকায়।
ভারতের এই অংশটাকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে জুড়ে দিতেই এটা করা হয়েছে, মন্তব্য করেন ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল।
আসাম লাগোয়া বাংলাদেশের নাম উল্লেখ নাকরলেও 'অন্য পার' বলতে তিনি কোথাকার কথা বোঝাতে চেয়েছেন তা অবশ্য স্পষ্টই।
ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল আরও বলেন, ১৯০৫ সালে ব্রিটিশরা যে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ভাগ করেছিল, তখন থেকেই মুসলিমদের আসামে এনে বসানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।
ব্রিটিশরা তাদের এনে আসামের চরাঞ্চলে বিভিন্ন নদী বরাবর বসানোর ব্যবস্থা করে। তখন মুসলিমরা কোন এলাকায় থাকবে তার জন্য একটা লাইনও টানা হয়েছিল, যেটাকে বলা হত ইনার লাইন।
মুসলিমরা সেখানেই বসতি করে থাকতে শুরু করে। কিন্তু তাদের সেই থাকার কোনও আইনগত সাপোর্ট ছিল না, কারণ ইনার লাইনের অস্তিত্ব ছিল শুধু কাগজেই, আদালতকে জানান তিনি।
'বিদেশি' হিসেবে শনাক্ত হওয়ার পর যাদের ডিপোর্টেশন এখনো সম্ভব হয়নি, তাদের সংবিধানের ২১ নম্বর আর্টিকেল অনুসারে কেবলমাত্র 'রাইট টু লাইফ' বা 'জীবনের অধিকার' আছে বলেও মতামত দেয় কেন্দ্র।
ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল আরও যুক্তি দেন, এই চিহ্নিত বিদেশিরা যদি আগে কোনও জমির কেনাবেচা বা লেনদেন করে থাকেন তাহলে সেটাও বাতিল বলে গণ্য হবে। সেই জমি তখন রাষ্ট্রের হেফাজতে চলে আসবে, ক্রেতা তা ভোগ করতে পারবেন না।
গুয়াহাটি হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বক্তব্যকে দেশের একাধিক প্রথম সারির আইনজীবী 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে বর্ণনা করেছেন।
বিবিসিকে তাঁরা অনেকেই বলেছেন, আসামে এমন সংবেদনশীল একটি ইস্যুতে রাষ্ট্রপক্ষের কাছ থেকে এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য প্রত্যাশিত ছিল না।
ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রমাণ দেননি, সেটাও তাঁরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।
তবে মামলার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িত থাকায় কিংবা বিষয়টি 'বিচারাধীন' থাকায় তারা অনেকেই প্রকাশ্যে মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন।
তবে গুয়াহাটি হাইকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী তথা আসামে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতির উপদেষ্টা হাফিজ রশিদ চৌধুরীকে পরিষ্কার বলেছেন, অনুপ্রবেশের কারণে আসামে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েছে এই দাবির বিন্দুমাত্র ভিত্তি নেই!
মি চৌধুরীর কথায়, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই রাজ্যে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েছে তাহলে সেটা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অভাবে বা অন্য কোনও কারণে হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে মুসলিমরা তাদের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন এই তথ্য কেন্দ্র কোথায় পেল?
১৯৮৫র আসাম চুক্তিতে ১৯৭১র ২৫ মার্চকে নাগরিকত্ব পাওয়ার কাটঅফ তারিখ হিসেবে ধরা হয়েছিল। চুক্তিতে বলা হয়, ওই তারিখের আগে যারা রাজ্যে এসেছেন তারাই ভারতের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন এবং সেই মর্মে দেশের নাগরিকত্ব আইনও সংশোধন করা হয়।
এখন এই ন্যারেটিভকে ১৯০৫র বঙ্গভঙ্গের সময়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেই মনে করছেন হাফিজ রশিদ চৌধুরী।
তিনি আরও বলছিলেন, ১৯৭১র আদমশুমারির দশ বছর পর ১৯৮১তে সারা ভারতে আবার যে আদমশুমারি হয়, সেটা কিন্তু আসামে হতে পারেনি। আসামে '৭১র পর সেন্সাস হয়েছিল পুরো বিশ বছর বাদে, সেই ১৯৯১ সালে।
এখন একাত্তরে মেঘালয় বা অরুণাচল প্রদেশের মতো অনেক রাজ্যই আসামের অংশ ছিল, যেখানে মুসলিমদের সংখ্যা বরাবরই খুব কম। বিশ বছর পর আবার যখন সেন্সাস হল ততদিনে মেঘালয় বা অরুণাচলকে আসাম থেকে কেটে বাদ দিয়ে আলাদা রাজ্য করা হয়েছে।
ফলে '৯১ সালের সেন্সাসে আসামে মুসলিমদের আনুপাতিক জনসংখ্যা যে বেড়ে গিয়েছিল তাতে তাই আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই!
মুসলিমদের সেই সংখ্যাবৃদ্ধিকেই এখন স্রেফ রাজনৈতিক কারণে অনুপ্রবেশের 'স্পিন' দিয়ে পেশ করা হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষকরা অনেকে মনে করছেন।
আসাম তথা ভারতের বহু বিশ্লেষকই কিন্তু মনে করেন, অবৈধ অনুপ্রবেশ আসামের ক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যা এবং সেটাকে উপেক্ষা করার কোনও সুযোগ নেই।
সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শুভদীপ রায় যেমন বলছিলেন, ভারতের শীর্ষ আদালতও কিন্তু এই পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছে।
মি রায় বলছিলেন, ২০০৫ সালে সর্বানন্দ সোনোওয়াল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার বলেছিল আসাম বৈদেশিক আগ্রাসনের ভিক্টিম।
সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে অভিবাসনের কারণেই আসামে জনসংখ্যার চরিত্র বদলে গেছে বলেও বিচারপতিরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।
বস্তুত ওই মামলার জেরেই পরে আসামে জাতীয় নাগরিকপঞ্জী তৈরির কাজ শুরু হয়, যা 'এনআরসি অভিযান' নামেও পরিচিত।
শুভদীপ রায়ের কথায়, এনআরসিতে প্রথমে আসামের মোট ৪০ লক্ষ বাসিন্দার নাম বাদ পড়ে, যারা নিজেদের বৈধ নাগরিকত্বের দাবির পক্ষে ঠিকঠাক কাগজপত্র পেশ করতে পারেননি।
পরে তাদের আপিলের ভিত্তিতে সংখ্যাটা ১৯ লাখে নেমে এসেছে ঠিকই, কিন্তু এটাও কোনও চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নয়।
তবে ১৯ লক্ষ ধরে নিলেও বলতেই হবে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার রাজ্যে আসামে অন্তত ৬ শতাংশ বাসিন্দাই ভারতের বৈধ নাগরিক নন - তারা অবশ্যই অনুপ্রবেশকারী, বলছিলেন মি রায়।
তিনি আরও জানাচ্ছেন, আমি অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র নই। কিন্তু আমার ধারণা আদালতে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেলের বক্তব্যে আসামের এই বাস্তবতারই প্রতিফলন ঘটেছে।
গুয়াহাটি হাইকোর্টে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে মঙ্গলবার (২রা মে) এবং তারপর থেকে রোজ শুনানি চলবে।

কয়লা সংকটে ধুঁকছে পায়রা ও রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তীব্র হতে পারে লোডশেডিং

ঢাকা : বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সংকটের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ডলার সংকটের কারণে কয়লা আমদানির বিল পরিশোধ করতে পারছে না বাংলাদেশ। এছাড়া গত ২৩শে এপ্রিল থেকে রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রয়েছে কয়লা সংকটের কারণে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারলে সামনের দিনগুলোতে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয় পড়বে। সাধারণ মানুষ যেমন লোডশেডিংয়ের ভোগান্তিতে পড়বে এর পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজগুলোতেও এর ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা আমদানি করা হয় ইন্দোনেশিয়া থেকে। প্রতিদিন ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১১ থেকে ১২ হাজার টনের বেশি কয়লা প্রয়োজন হয় এই কেন্দ্রে। তবে বর্তমানে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার মজুত রয়েছে ১৫ থেকে ১৬ দিনের মতো। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হবার একটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (বিসিপিসিএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএম খোরেশেদুল আলম বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, আমদানির বিল বকেয়ার কারণে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা আমদানি করা যাচ্ছে না।
তিনি বলেন, সবসময় ছয় মাসের বাকিতে কেনার চুক্তি আমার হয়েছে। কিন্তু আমি ছয় মাস পরেও পেমেন্ট করতে পারছি না। যেমন জানুয়ারিতে যে কয়লার পেমেন্ট তারা করেছে সেটা জুলাইয়ে আমার পেমেন্ট করার কথা কিন্তু সেটা করতে পারছি না। ফলে ছয় মাস পর আমার পেমেন্ট ওভারডিউ হয়ে গেল।
বকেয়া বিল পরিশোধ করা না গেলে চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট করপোরেশন বা সিএমসি আর টাকা দেবে না। আর সেটা না হলে কয়লা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও কয়লা সরবরাহ করবে না, বলেন মি. আলম।
পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রে যৌথ মালিকানায় রয়েছে, বাংলাদেশের নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড ও চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সিএমসি।
এখানে উল্লেখ্য, পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ইন্দোনেশিয়ার যে কোম্পানি কয়লা সরবরাহ করে সেই কোম্পানির কয়লার দাম পরিশোধ করে সিএমসি।
অর্থাৎ, সিএমসি কয়লা ক্রয়ের ছয়মাস পরে বাংলাদেশ অর্থ পরিশোধ করতে পারবে। এমন বিষয় চুক্তিতে উল্লেখ আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ডলার সংকটের কারণে ছয়মাস পরেও বাংলাদেশ সিএমসিকে অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না।
ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সবসময় প্রোভাইড করে আসছে সিএমসি। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হলো আমরা ইন্দোনেশিয়া থেকে যে কয়লা কিনছি সেই কয়লার ইনভয়েসের এগেইনস্টে তারা এলসি করে পেমেন্ট করছে, বলেন মি. আলম।
ওদের পেমেন্টটা হলো ডেফার্ড পেমেন্ট, ছয়মাসের দেরিতে পরিশোধের পেমেন্ট। অর্থাৎ জানুয়ারিতে যে পেমেন্ট তারা করবে ওইটা আমরা জুলাইয়ে পরিশোধ করবো। চুক্তিটা এরকম। সেক্ষেত্রে আমরা ছয়মাসেও তাদের পেমেন্টটা করতে পারছি না। ছয়মাসের উপরে আরও পাঁচ মাস চলে গেছে এখনও সেটা শোধ করতে পারতেছি না।
ফরেন কারেন্সির যে ক্রাইসিস চলছে সেজন্য বকেয়া পরিশোধ অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওভারডিউ পেমেন্ট না করলে তো তারা আর কয়লা দিবে না বলছিলেন বিসিপিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক খোরশেদুল আলম।
কয়লা সংকটের কারণে গত ২৩শে এপ্রিল থেকে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রামপালে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দুটি ইউনিটের মধ্যে একটি ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন চলছিল। তবে ডলার সংকটের মধ্যে কয়লা আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে উৎপাদন শুরুর ২৭ দিনের মাথায় পর্যাপ্ত কয়লা না থাকায় গত ১৪ই জানুয়ারি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।
এরপর কয়লা সরবরাহ স্বাভাবিক হওয়ায় এক মাসের মাথায় আবার উৎপাদনে ফিরে কেন্দ্রটি তারপরও সংশয় ছিল কয়লা আমদানি অব্যাহত থাকবে কিনা। প্রতিদিন কেন্দ্রটির একটি ইউনিট চালু রাখতে প্রয়োজন পাঁচ হাজার টন কয়লা।
এপ্রিল মাসে আবারও কয়লা সংকটের কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রের জন্যও কয়লা আমদানি করা হয় ইন্দোনেশিয়া থেকে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন বন্ধ হওয়ার প্রভাব পড়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহেও।
ডলার সংকটের কারণে ঋণপত্র খুলতে না পারার কারণেই যে কয়লার মজুদ একদম কমে গেছে সে কথাই বারবার বলছেন সংশ্লিষ্টরা।
কয়লার সংকটে বারবার বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া 'সাংঘাতিক সিরিয়াস ইস্যু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ইজাজ হোসেন।
তিনি বলেন, আমাদের এখন কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পরিকল্পনাই ছিল এই বছরটায় কয়লার উপর নির্ভরশীল হবো। অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন বেশি করবো কয়লা দিয়ে।
কয়লা আমদানি যদি না করা যায় তাহলে গত বছরের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন ইজাজ হোসেন।
এ বছর বিদ্যুতের চাহিদা গত বছরের তুলনায় বেশি উল্লেখ করে তিনি বলেন 'কয়লা সংকটে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হলে এ বছর বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে'।
ঠিকমতো যেন কয়লার যোগান দেয়া যায় সেদিকে সরকারকে ভালভাবে খেয়াল রাখতে হবে। ডলার সংকটের কারণে হলেও এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। যেটাই আমরা কিনি আমরা যদি এলএনজি কিনি, তেল কিনি বা কয়লা কিনি সবইতো ডলার লাগবে। তাহলে কেন এখানে ডলার সংকট ইস্যু হবে?
সবচেয়ে সাশ্রয়ী জ্বালানি ক্রয়ের দিকে জোর দেয়া উচিত বলে মনে করছেন মি. হোসেন।
বিদ্যুৎ উৎপাদন যদি ব্যাহতও হয় তাহলে তার প্রভাব যেন রপ্তানিমুখী শিল্পে না পড়ে সেদিকে নজর রাখা উচিত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
ডলারের ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য একটি 'উভয় সংকট' তৈরি করেছে। ডলার সাশ্রয় করতে গিয়ে কয়লা আমদানি কম হচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যহত হবে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শিল্প খাতে। রপ্তানিমুখি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে ডলারের যোগানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
আমাদের বেশিরভাগ ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোর্টের জন্যই চলে। আমাদের এক্সপোর্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
এদিকে ডলার বাঁচালাম ওদিকে ডলার কমে গেল তাহলে তো লাভ হলো না - এটা মনে রাখতে হবে। বলছিলেন ইজাজ হোসেন।
বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব হাবিবুর রহমান বলেছেন, এই সমস্যার দ্রুত সমাধানে তারা তৎপর আছেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন যেন ব্যাহত না হয় সেজন্য যে উদ্যোগ নেয়া দরকার তা নেয়া হচ্ছে।
কয়লার সরবরাহ নিশ্চিত হবে সেজন্য কাজ করছি। রামপালের কাজ শুরু হবে। একটা পাওয়ার প্ল্যান্টে শুরুর দিকে সমস্যা থাকে। কয়লার ব্যবস্থাও হয়েছে। দুই একদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে বলেন হাবিবুর রহমান।
পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যে কয়লার মজুত আছে তা থাকতে থাকতেই যেন কেন্দ্রে কয়লা আমদানি শুরু হয় তা নিয়েও কাজ চলছে বলে জানান মিঃ রহমান।
এখানে উল্লেখ্য, দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম এমন ১৫৪টি কেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে বেশিরভাগই ভাড়ায় চালিত ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
তবে গত বছর বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি ও ডলারের বিনিময় মূল্য বেড়ে যাবার সরকার জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে গত বছর গরমের সময়েও ব্যাপক হারে লোডশেডিংয়ের ভোগান্তির মধ্যে পড়েছিল বাংলাদেশের মানুষ। এমনকি শীতকালেও লোডশেডিং হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়।
বিশেষজ্ঞরা মতে, এ বছর গরম আসতে না আসতেই যে কয়লা সংকটের মুখে পড়েছে দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তাতে সামনে বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যাপক ঘাটতি তৈরি হতে পারে।
ডলারের যে সংকট তৈরি হয়েছে সেটি সহসা সমাধানের আশাও দেখা যাচ্ছে। এই সংকটের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে বিদ্যুৎ খাতের উপর। কারণ, কয়লা হোক আর তেল হোক বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাঁচামাল জোগাতে প্রয়োজন ডলার।
বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএম খোরশেদুল আলম বলছেন, কয়লা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নিশ্চয়ই করছে সরকার।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
03:05:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্রি২৮ জাতের ধান কেন বাতিলের চেষ্টা চলছে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গল উপজেলার হাইল হাওর এলাকার কৃষক কয়েস মিয়াসহ স্থানীয় কয়েকজন কৃষক এ বছর ১২ বিঘা জমিতে ব্রি২৮ জাতের ধান চাষ করেন। ধান যখন পাকতে শুরু করছে তখন তারা লক্ষ্য করেন ব্লাস্ট রোগ বা চিটা পড়ে ৯০ দানা নষ্ট হয়ে গেছে। এতে লাভ তো দূরের কথা, ধানের আবাদের খরচ তোলা নিয়েই তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বাকি ভালো ধানগুলো কাটা ও মাড়াইয়ের খরচ তোলার অবস্থাও নেই। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নষ্ট হওয়া ধানগুলো জমিতেই ফেলে রেখেছেন কৃষকরা। অনেকে গবাদি পশুকে খাওয়াতে কেটে নিচ্ছেন। আমি ঋণ করে চাষ করেছি। চোখের সামনে সব নষ্ট হয়ে গেল। ধানের ভেতরে কোনও চাল নেই, এখন আমি ঋণ শোধ করবো কিভাবে, খরচ তুলবো কিভাবে, খাবো কি। ধান কাটার টাকাও নাই। আমরা তো পথে বসে গেলাম, আক্ষেপ করেন কয়েস মিয়া। ব্রি২৮ জাতের ধান চাষ করে একই ধরণের বিপাকে পড়েছেন দেশটির উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলার কৃষক। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর বলছে, ব্রি২৮ আবাদ করা জমিতে চিটা পড়ায় মোট ফসলের ৪০ থেকে ৯০ শতাংশ ধানের শীষে কোন চাল পাওয়া যায়নি। ফলনে এমন বিপর্যয়ের কারণে বড় লোকসানের দুশ্চিন্তায় এখন মাথায় হাত কৃষকদের। এর কারণ হিসেবে ধান গবেষকরা বলছেন, ব্রি২৮ জাত একসময় বেশ জনপ্রিয় হলেও এখন এই ধানের বয়স প্রায় ৩০ বছর হয়ে যাওয়ায় এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আর আগের অবস্থায় নেই।

‘চ্যাটবটরা হয়তো একদিন মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান হয়ে যাবে’

নিউইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে যাকে ‘গডফাদার’দের একজন বলে মানা হয় সেই জেফ্রি হিন্টন গুগল থেকে ইস্তফা দিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে আর কিছুকাল পরই চ্যাটবটরা মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান হয়ে যেতে পারে।

মার্কিন দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমসে দেয়া এক বিবৃতিতে ৭৫ বছর বয়স্ক ব্রিটিশ-ক্যানাডিয়ান কম্পিউটার বিজ্ঞানী ড. হিন্টন গুগল থেকে তার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন এবং কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে যেসব উন্নতি হচ্ছে - তার বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দেন।

তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের ক্ষেত্রে তিনি যেসব কাজ করেছেন তার জন্য তিনি অনুতাপ রোধ করেন।

মানব মস্তিষ্কের সমতুল্য সিস্টেম - যাকে বলে ‘নিউট্রাল নেটওয়ার্ক’, এবং এগুলোর মানুষের মতই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা - যার নাম ‘ডিপ লার্নিং’ - এ দুটি ক্ষেত্রে ড. হিন্টনের মৌলিক গবেষণা চ্যাট জিপিটির মত এআই সিস্টেম তৈরির পথ সৃষ্টি করেছে।

বিবিসিকে জেফ্রি হিন্টন বলেন, এআই চ্যাটবট থেকে এমন কিছু বিপদ হতে পারে যা রীতিমত ভয়ংকর।

এ মুহূর্তে এরা আমাদের চাইতে বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু শিগগীরই তারা তা হয়ে যাবে বলে আমার মনে হচ্ছে - বলেন তিনি।

বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিপিটি-ফোরের মত জিনিসগুলো সাধারণ জ্ঞানের পরিমাণের দিক থেকে একজন মানুষকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রিজনিং বা যুক্তিতর্কের ক্ষমতার দিক থেকে অবশ্য তারা ততটা ভালো নয় - কিন্তু তারা এখনই সাধারণ যুক্তিতর্ক করতে পারছে।

এখন যে হারে অগ্রগতি হচ্ছে - তাতে খুব দ্রুতই এতে আরো উন্নতি হবে । সুতরাং আমাদের এ নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করতেই হবে।

নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক নিবন্ধে খারাপ লোকদের প্রসঙ্গ টেনে ড. হিন্টন বলেন, তারা কৃত্রিম বৃদ্ধিমত্তাকে খারাপ কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। এ ক্ষেত্রে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনেরও উদাহরণ দেন।

তিনি বলেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যে ধরুন আপনার ১০ হাজার লোক আছে, এবং এক জন লোক একটা তথ্য জানলেই বাকি সবাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা জানে যাবে। এভাবেই একটি চ্যাটবট কোন একজন মানুষের চাইতে বেশি জেনে ফেলতে পারে।

ড. হিন্টন বলেন, তিনি গুগলের সমালোচনা করতে চাননা এবং এই বৃহৎ প্রযুক্তি কোম্পানিটি খুবই দায়িত্বশীল আচরণ করেছে।

মি হিন্টনের পদত্যাগের পর এক বিবৃতিতে গুগলে প্রধান বিজ্ঞানী জেফ ডীন বলেন, এআইয়ের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, এবং আমরা সবসময়ই নতুন ঝুঁকিগুলোকে বুঝতে এবং সাহসের সঙ্গে নতুন নতুন আবিষ্কার করে যাচ্ছি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে সম্প্রতি গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্বের বেশ কিছু নামী ব্যক্তি ও দেশ।

মার্চ মাসেই একদল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞ একটি খোলা চিঠিতে এআই প্রশিক্ষণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছে টুইটার ও টেসলার প্রধান ইলন মাস্ক, অ্যাপলের সহপ্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ওজনিয়াক এবং ডিপমাইন্ড ও ফিউচার অব লাইফ ইনস্টিটিউটের মত প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ গবেষকরা।

তারা বলছেন, এআই প্রযুক্তি নিয়ে যে প্রতিযোগিতা চলছে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে ।

তারা বলেন, এতে ভবিষ্যতে মানুষের বুদ্ধির সাথে প্রতিযোগিতা করার মত সিস্টেম তৈরি হতে পারে যা ‘সমাজ ও মানবতার জন্য গুরুতর হুমকি হয়ে উঠতে পারে’।

ওই চিঠিতে আরো সতর্ক করা হয় যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভুয়া খবরের বন্যা বইয়ে দিতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এসে মানুষের চাকরির জায়গা দখল করে নিতে পারে।

অবশ্য বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ আবার এ আশংকার কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সম্প্রতি গোল্ডম্যান স্যাক্স নামের আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ব্যাংকের এক রিপোর্টে একই ধরনের আশংকার কথা বলা হয়।

ওই রিপোর্টে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে ভবিষ্যতে ৩০ কোটি পূর্ণকালীন চাকরির জায়গা নিয়ে নিতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

ইউক্রেন যুদ্ধে গত পাঁচ মাসে রাশিয়ার ২০ হাজার সেনা নিহত, দাবি আমেরিকার

ইউক্রেন ঃ যুক্তরাষ্ট্র আনুমানিকভাবে বলছে যে ইউক্রেন যুদ্ধে গত ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ২০ হাজারের বেশি রাশিয়ার সেনা নিহত হয়েছে।

নতুন গোপন গোয়েন্দা তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, আরো অন্তত ৮০ হাজার সেনা আহত হয়েছে।

নিহতদের মধ্যে অর্ধেকেই ওয়াগনার নামে একটি ভাড়াটে প্রতিষ্ঠানের যারা পূর্বাঞ্চলীয় বাখমুট শহরে আক্রমণ চালিয়ে আসছে।

শ্বাসরুদ্ধকর যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাশিয়া গত বছর থেকে এই ছোট শহরটি বার বার দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে।

রাশিয়ার অধিভুক্ত করা হয়েছিল। তবে একে ভূয়া উল্লেখ করে রাশিয়ার ব্যাপক নিন্দা জানানো হয়েছিল। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাখমুটের কৌশলগত মূল্য খুব কম, কিন্তু রুশ কমান্ডারদের জন্য এটি একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে যারা ক্রেমলিনের কাছে কোনো ইতিবাচক খবর পৌঁছে দিতে পারেনি।

ওয়াগনার নামে ভাড়াটে গোষ্ঠী যারা ব্যাপকভাবে অপরাধীদের ব্যবহার করে এবং তাদের অমানবিক পদ্ধতির জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে তারাই বাখমুতের উপর রুশ হামলার কেন্দ্রে রয়েছে।

এই গোষ্ঠীটির নেতা ইয়েভজেনি প্রিগোজিন শহরটি দখল করার জন্য তার নিজের সুনাম এবং

মস্কো বর্তমানে বাখমুটের বেশিরভাগ অংশ দখল করে আছে। কিন্তু ইউক্রেনীয় সেনারা এখনো শহটির পশ্চিমাঞ্চলে ছোট একটি অংশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দুই পক্ষের জন্যই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ একটি প্রতীকীভাবে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন যে, তারা এই যুদ্ধকে ব্যবহার করে যত বেশি সম্ভব রুশ সেনা হত্যা এবং তাদের মজুদ কমিয়ে আনার চেষ্টা করছেন।

মি. কিরবি সাংবাদিকদের বলেন, বিশেষ করে বাখমুটের মাধ্যমে দনবাস অঞ্চলে রুশ আক্রমণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

রাশিয়া কোনো বাস্তবিক কৌশলগত এবং উল্লেখযোগ্য অঞ্চল দখল করতে পারেনি।

আমরা অনুমান করি যে, রাশিয়ার এক লাখের বেশি সেনা হতাহতের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ২০ হাজার জনেরও বেশি যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তিনি আরো বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের হিসাব অনুযায়ী, এই সংখ্যার কারণে বাখমুটে ডিসেম্বরের শুরু থেকে এমন ক্ষয়ক্ষতি শুরু হয়। মি. কিরবি বলেন, মূল কথা হল যে রাশিয়ার আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা কয়েক মাস লড়াই এবং অসাধারণ ক্ষয়ক্ষতির পর পাল্টা আঘাত করেছে। তিনি আরো বলেন যে, তিনি এখানে ইউক্রেনের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দিচ্ছেন না কারণ তারা এখানে ক্ষতিগ্রস্ত। আর রাশিয়া আক্রমণকারী।

বিবিসি স্বাধীনভাবে এই পরিসংখ্যান যাচাই করতে পারেনি এবং এ নিয়ে মস্কো কোন মন্তব্য করেনি। বাখমুট শহরটি দখল করতে পারলে তা রাশিয়াকে পুরো দোনেৎস্ক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের যে লক্ষ্য সেটির বেশ কাছাকাছি নিয়ে আসবে। দোনেৎস্ক হচ্ছে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলের মধ্যে একটি, যেটি গত সেপ্টেম্বরে এক গণভোটের পর তার ব্যক্তিগত বাহিনী দুটোকেই ঝুঁকিতে ফেলেছেন।

কিন্তু তিনি সম্প্রতি বাখমুট থেকে তার সেনা সরিয়ে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

রাশিয়ার একজন বিশিষ্ট যুদ্ধ ব্লগারের কাছে একটি বিরল বিস্তারিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের অতিপ্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সরবরাহ না করলে ওয়াগনার যোদ্ধাদের সরিয়ে নেবেন তিনি।

তিনি হুঁশিয়ার করে বলেন, ওয়াগনার যোদ্ধাদের মালিতে পুর্নমোতায়েন করা যেতে পারে।

যুদ্ধের সময় তিনি প্রায়ই রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন এবং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তার যোদ্ধাদের যথেষ্ট সহায়তা না দেয়ার অভিযোগ তুলেছেন।

ইউক্রেনের বসন্তের সময় প্রত্যাশিত পাল্টা আক্রমণের আগে আগে মি. প্রিগোজিন রাশিয়ার মিডিয়া এবং সামরিক নেতৃত্বকে, রাশিয়ান জনগণের সাথে মিথ্যা বলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, আমাদের রাশিয়ার জনগণের কাছে, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে এমন মিথ্যা বলা বন্ধ করতে হবে।

তিনি ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর ভাল, সঠিক সামরিক অভিযান এবং নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

ইউক্রেনের একজন শীর্ষ জেনারেল সোমবার বলেছেন যে, পাল্টা আক্রমণের কারণে বাখমুটের কিছু অবস্থান থেকে রুশ সেনারা সরে গেছে, তবে পরিস্থিতি এখনো কঠিন অবস্থায় রয়েছে।

টেলিগ্রামে ইউক্রেনের স্থল বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল ওলেক্সান্ডার সিরস্কি বলেছেন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ওয়াগনার গোষ্ঠীর প্যারাট্রুপার এবং যোদ্ধাদের নিয়মিতভাবে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, কিন্তু শত্রুরা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে অক্ষম।

ব্যাঙ্গালুরু কিভাবে হয়ে উঠল ভারতের সিলিকন ভ্যালি

ব্যাঙ্গালুরু (এজেন্সী) ঃ দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালুরু যা একসময় ব্যাঙ্গালোর নামে পরিচিত ছিল, এই শহরটি বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানির জন্য বিখ্যাত। এসব কোম্পানির কাজের ধরন ও কর্মীদের কারণে এখানে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ধরনের এক সংস্কৃতি। ভারতের অন্য যে কোনো শহরের তুলনায় এই ব্যাঙ্গালুরু শহরে অনেক দ্রুত ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে প্রযুক্তির কল্যাণে। এখানকার বিভিন্ন কোম্পানিতে যেসব প্রকৌশলী ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ কাজ করেন, তাদের রয়েছে বিশেষ কদর ও মর্যাদা। সুপরিচিত সব আন্তর্জাতিক টেক জায়ান্ট অনেক বেশি বেতন দিয়েও তাদেরকে কর্মী হিসেবে হায়ার করতে আগ্রহী।

কিন্তু ৫০ বছর আগেও বর্তমান ব্যাঙ্গালুরু শহরের চিত্রটা এরকম উজ্জ্বল ছিল না। প্রযুক্তির দিক থেকে এটি ছিল ভারতের পিছিয়ে থাকা অন্যান্য শহরের মতোই আরো একটি শহর।

এই শহরটি কিভাবে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং এক পর্যায়ে হয়ে উঠল ভারতের সিলিকন ভ্যালি?

ব্যাঙ্গালুরুতে গড়ে ওঠা এমন একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের নাম ইনফোসিস। শহরটিকে ভারতের সিলিকন ভ্যালিতে রূপান্তরিত করার পেছনে এই কোম্পানির অবদান উল্লেখ করার মতো।

একেবারে প্রথম দিন থেকেই আমরা কৃচ্ছ্র সাধনে বিশ্বাস করতাম। কারণ আমাদের কাছে প্রচুর অর্থ ছিল না। একারণে আমরা যে পাঁচছ’জন কাজ করতাম, তারা সবাই মিলে এক রুমের একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম, বলছিলেন ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি।

১৯৮০-এর দশকে গড়ে ওঠা এই ইনফোসিস বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর একটি।

কোম্পানির শুরুর দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে গিয়ে মি. মূর্তি বলেন, সন্ধ্যার সময় আমরা সবাই একসঙ্গে সময় কাটাতাম। সেটা ছিল অন্য রকমের আনন্দ। আমাদের মধ্যে কেউ রান্না করতো, কেউ সবজি কাটাকুটি করতো, কেউ হয়তো থালাবাসন ধোয়া-মোছা করতো। আমরা একটা টিমের মতো ছিলাম। সবাই মিলে অনেক মজা করতাম।

ভেবে দেখুন, আজকের দিনে এরকম একটি কোম্পানির আর্থিক মূল্য আট হাজার কোটি ডলার। এ থেকে বোঝা যায় সেসময় আমরা যে কঠোর পরিশ্রম করেছি তার প্রতিদান আমরা পেয়েছি, বলেন তিনি।

নারায়ণ মূর্তির জন্ম ১৯৪৬ সালে, ভারতের কর্নাটক রাজ্যে, যা ব্যাঙ্গালুরু থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

নিজের পরিবারের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের পরিবারে ছিল ১১ জন। এটা ছিল একটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার। হাই স্কুলের একজন শিক্ষকের বেতন দিয়ে এতো জনের সংসার পরিচালনা করা খুব এটা সহজ ছিল না।

নারায়ণ মূর্তির জন্মের মাত্র এক বছর পরেই ১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশটির প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি খাতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন। এর আগে থেকেই দক্ষ প্রকৌশলী তৈরির করার জন্য ব্যাঙ্গালুরু শহরটির খ্যাতি ছিল। ভৌগলিকভাবেও দেশের মাঝখানে হওয়ার কারণে এই শহরটির ছিল বাড়তি কিছু সুবিধা।

ভারতের শত্রু রাষ্ট্র পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই শহরে প্রযুক্তি খাত গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেটা লাভবান হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের আগ পর্যন্তও ভারত প্রযুক্তি বিষয়ক সুপার-পাওয়ার হয়ে উঠতে পারেনি। সেসময় আমরা যেসব যন্ত্র দেখেছি সেগুলো ছিল বিশাল আকৃতির। একটি ছিল দুই ফুট বাই তিন ফুট, বলেন নারায়ণ মূর্তি। একদিন আমার এক সহপাঠী বলল যে সে আমাকে কম্পিউটার দেখাতে নিয়ে যাবে। পড়ালেখার জন্য আমি যেখানে থাকতে গিয়েছিলাম সেখানে পৌঁছানোর দ্বিতীয় দিনেই সে একথা বলল।

আমার ওই সহপাঠী আমাকে একটি যন্ত্র দেখাল যা থেকে প্রচুর শব্দ তৈরি হতো। সেখান থেকে পাতার পর পাতা প্রিন্ট হয়ে বের হয়ে আসছিল। সে বলল এটা একটা কম্পিউটার যা দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধুদের বললাম যে এই প্রথম আমি একটা কম্পিউটার দেখেছি। তারা সবাই হেসে উঠল। সে তখন বলল, বন্ধু, তুমি যা দেখেছ সেটা কম্পিউটার ছিল না, সেটা ছিল প্রিন্টার, হাসতে হাসতে বলেন তিনি।

নারায়ণ মূর্তি তখনও কম্পিউটার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন যে এই কম্পিউটারই হতে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ।

সেসময় ভারতের বামপন্থী সরকার দেশটির বেশিরভাগ প্রযুক্তি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু বয়সে তরুণ নারায়ণ মূর্তি, সেসময় তার বয়স হবে ২৭-২৮, যখন ইউরোপ সফরে যান তখন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে এই সিস্টেম বদলাতে হবে।

আমি প্যারিস থেকে অমৃতসরে চলে এলাম। ইউরোপে আমি দেখলাম যে চারপাশে সমৃদ্ধি। রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। দ্রুতগতির ট্রেনগুলো বেশ ভালোভাবেই চলছে। তখন থেকেই বামপন্থী আদর্শ এবং সমাজতন্ত্রের ওপর আমার বিশ্বাস ধসে পড়তে শুরু করল।

মি. মূর্তি বলেন, তখনই আমি উপলব্ধি করলাম যে দারিদ্র থেকে একটি দেশের বের হয়ে আসার একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা যাতে তারা আরো বেশি করে সম্পদ ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে।

নারায়ণ মূর্তি তখনই একজন উদ্যোক্তা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

একদম। তখনই আমি ১৯৮১ সালে ইনফোসিস প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেই। এবং তার পরের ঘটনা তো, আমি বলবো, ইতিহাস।

ইনফোসিস প্রতিষ্ঠার জন্য মি. মূর্তি ছ’জন প্রকৌশলী নিয়োগ করেন। প্রতিষ্ঠার দু’বছর পর ১৯৮৩ সালে কোম্পানির সদরদপ্তর নিয়ে যান ব্যাঙ্গালুরু শহরে।

শুরুর দিকে যেসব কোম্পানি ইনফোসিসের ক্লায়েন্ট ছিল তার বেশিরভাগই ছিল রিবকসহ আমেরিকার কয়েকটি পোশাক কোম্পানি। ইনফোসিস এমন কিছু সফটওয়্যার তৈরি করলো যার সাহায্যে আমেরিকার একটি কোম্পানি কোনো একটি পোশাক তৈরির জন্য তাইওয়ানের অরণ্যে অবস্থিত পোশাক প্রস্তুতকারী একটি কারখানার কাছে কাস্টমার অর্ডার পাঠাতে পারে। এই সফটওয়্যারের কারণে অর্ডার দেওয়া এবং পণ্য ও সেবার জন্য মূল্য পরিশোধ করা অনেক বেশি দ্রুত ও সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনও ইনফোসিস প্রযুক্তি-খাতে ইতিহাস তৈরি করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানটির আরো বড় হয়ে ওঠার জন্য তাদেরকে ভারতের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বড় ধরনের লড়াই শুরু করতে হয়। আমার অ্যাপার্টমেন্টের একটি বেডরুম থেকে এই কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেসময় কোম্পানির কোনো কম্পিউটার ছিল না। একটি কম্পিউটার আমদানি করার জন্য ৩০ বার রাজধানী দিল্লিতে যেতে হতো এবং এজন্য গড়ে দুই থেকে তিন বছর সময় লাগতো, বলেন নারায়ণ মূর্তি। ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ভারতের অবস্থা এরকমই ছিল।

নানা ধরনের বাধা বিপত্তির কারণে ইনফোসিসকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া ছিল বেশ কঠিন কাজ। দশ বছর পর এই কোম্পানির রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় মাঝারি আকারের। সেসময় রাষ্ট্রীয় নানা ব্যবস্থার কারণে কোম্পানির খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। ১৯৮৮ সালে আমেরিকায় যখন লাখ লাখ কম্পিউটারে কাজ হতো, তখন সারা ভারতে ছিল মাত্র কয়েক হাজার।

কিন্তু ১৯৯১ সালে হঠাৎ করেই সবকিছু বদলে গেল। ১৯৯৭ সালে প্রচারিত বিবিসির একটি তথ্যচিত্রে দেখানো হয় যে কয়েক বছর আগেও ভারতের ব্যাঙ্গালুরু শহর অনেক পিছিয়ে ছিল। কিন্তু এখন এই শহরের চেহারা আমূল বদলে গেছে। এটি এখন ভারতের ’কম্পিউটার রাজধানীতে’ পরিণত হয়েছে। ভারত সরকার ১৯৯১ সালে উদার অর্থনীতির নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে ইনফোসিসের মতো বিভিন্ন কোম্পানি নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তি লাভ করে।

এর ফলে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করে। প্রবেশ করে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ বা ইন্টারনেট।

স্যাটেলাইট যোগাযোগ এবং ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তি কারণে বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী কোম্পানিগুলো এতো কাছাকাছি চলে আসে যেন তারা পাশের রাস্তায় অবস্থান করছে।

নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি ইনফোসিসে কাজ করতেন এরকম একজন প্রযুক্তিবিদ বলেন হঠাৎ করেই তাদের কদর কেন এতো বেড়ে গিয়েছিল।

আমি যে ধরনের কাজ করতাম, এখানে সেই কাজটা খুব সহজেই ৩০ গুণ কম খরচে করা যায়, বলেন তিনি।

কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো সামনের কাতারে চলে আসে। এর পরে গত কয়েক দশক ধরে তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছে। এবং তখনই সারা বিশ্বের নজরে চলে আসে ব্যাঙ্গালুরু শহর। এই শহরে যেসব প্রকৌশলী কাজ করেন সারা বিশ্বের প্রযুক্তিবিদরা তাদের ইর্ষার চোখে দেখেন।

এটা শুধু একারণে নয় যে ভারতীয়রা ভালো বেতনের আশায় পশ্চিমা দেশগুলোতে চলে যেতে চাইছে, এটা একারণেও হয়েছে যে পশ্চিমা কোম্পানিগুলো তাদের গুরুত্বপূর্ণ সব পদের জন্য ভারতীয়দের খুঁজতে শুরু করলো, বলেন ইনফোসিসের ওই কর্মকর্তা।

ইনফোসিস ১৯৯৯ সালের ১১ই মার্চ আমেরিকার শেয়ার মার্কেট নাসডাকে তালিকাভুক্ত হয়। এর মধ্য দিয়ে এটি পরিণত হয় বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি কোম্পানি হিসেবে।

এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের ভূমিকা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

নারায়ণ মূর্তি বলেন, ইনফোসিস যেদিন নাসডাকে তালিকাভুক্ত হলো, এটাই ছিল ভারতের প্রথম কোনো কোম্পানি যা নাসডাকে তালিকাভুক্ত হলো, সেদিন আমি নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে নাসডাক এক্সচেঞ্জের অফিসে উঁচু একটা টুলের ওপর বসেছিলাম। নীল আর্মস্ট্রং-এর কাছ থেকে কিছু কথা ধার করে সেদিন আমি বলেছিলাম নাসডাকের জন্য এটা একটা ছোট্ট পদক্ষেপ, কিন্তু ইনফোসিস ও ভারতের জন্য এটা একটা বিশাল লাফ দেওয়ার ঘটনা। আমি মনে করি সেই দিনটা ছিল অনেক বড় একটা দিন।

এর পরে গত ৪০ বছরে ব্যাঙ্গালুরুতে প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু শহরের এই পরিবর্তনের পর পরিস্থিতি কি তখনকার ইউরোপের মতো হয়েছে যা নারায়ণ মূর্তি তার সফরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন?